**Kumar Parivrajak Series No. 8.**

# ভক্তি ও উপাসনা।

( বিনামূল্যে বিতরণার্থ )

প্রকাশক—শ্রীসেবানন্দ স্বামী
কাশী যোগাশ্রম।

---

পুস্তক পাইবার ঠিকানা—
ম্যানেজার, যোগাশ্রম, বেনারস সিটী।

কলিকাতা।
২৫ নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, ভারতমিহির যন্ত্রে
শ্রীমহেশ্বর ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

---

১৩১৮

---

অৰ্দ্ধ আনার ডাক টিকিট পাইলেই পুস্তক প্রেরিত হইবে।

উনবিংশ শতাব্দীতে সনাতন আর্য্যধর্ম্ম পুনঃ প্রচারের
প্রথম ও প্রধান প্রবর্ত্তক, ভারতের সুবিখ্যাত ধর্ম্ম-
বক্তা এবং বহুশত সনাতন ধর্ম্মসভা, সুনীতি-
সঞ্চারিণী সভাদির প্রতিষ্ঠাতা ও গীতার্থ-
সন্দীপনী-ব্যাখ্যাতা চিরকুমার
পরমহংস পরিব্রাজক

শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামি-মহোদয়ের

প্রাতঃস্মরণীয় পবিত্র নামে
এই

**ক্ষুদ্র উপহার**

ঐকান্তিক ভক্তির সহিত
উৎসৃষ্ট হইল।

ওঁ যোগেশ্বরি ত্বাং শিরসা নমামি।

# ভক্তিরসামৃত।

( পরিব্রাজকের বক্তৃতার সারাংশ )

জ্বালাযন্ত্রণাময় সংসারচক্রে নিষ্পেষিত হইয়া মনঃ প্রাণ যখন অস্থির হইয়া উঠে, যখন বিষয়-সুখে মনের পিপাসার শান্তি না হয়, যখন না জানি কোথা হইতে সন্তাপরাশি আসিয়া হৃদয়কে বিদগ্ধ করিতে থাকে, সংযোগ-ভোগ-বিয়োগ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া প্রাণ যখন কাঁদিয়া আকুল হয়, তখন কি জানি কোথায় গেলে যেন হৃদয় শীতল হইবে—যেন সংসার ছাড়িয়া কোথায় পলাইলে—লুকাইলে, যেন কোন্ স্বচ্ছ সরোবরে ডুবিলে প্রাণ জুড়াইবে, এই ভাবিয়া মন মাতিয়া উঠে। যাহা দেখি নাই, শুনি নাই, ভাবি নাই, তাহার জন্য মনের এত টান কেন! কষ্টের সময়—বিপদের সময় মনঃ প্রাণ যাঁহার কোলে গিয়া বসিতে চায়, শোকে রোগে অবসন্ন হইয়া যাঁহাকে ডাকিলে মনে পবিত্র বলের সঞ্চার হয়, আমার বাল্যকালে যিনি হৃদয়সখা, বিপৎকালে যিনি কাঙ্গালের বন্ধু, ক্ষুধার সময় যিনি মা অন্নপূর্ণা, রোগশয্যায় যিনি বাবা বৈদ্যনাথ, তাঁহাকে না দেখিলে, তাঁহাকে না পাইলে আমি কাহাকে লইয়া জীবন সার্থক করিব? যদি

তাঁহারই সুচারু চরণে জীবন-পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ না করিলাম, তবে সংসারে আসিয়া করিলাম কি! মায়ায় মজিলাম, সংসারে ডুবিলাম, আপনাকে ভুলিলাম, যথাসর্ব্বস্ব খোয়াইলাম, কিন্তু যাহার জন্য আসিলাম তাহার করিলাম কি! হাসিলাম, খেলিলাম বেড়াইলাম, ঘুমাইলাম, গোলে মালে আপনাকেও হারাইলাম, কিন্তু যে কার্য্যের জন্য নানা জন্মে নানা বেশ ধরিলাম, তাহার করিলাম কি! হা! এই মর্ম্ম বিদারক প্রশ্ন সদাই জীবকে ব্যাকুল করিয়া রাখিয়াছে!

এ প্রশ্নের গূঢ় কথা—গুপ্ত রহস্য ভেদ করিয়া কে আমার তাপিত প্রাণ শীতল করিবে! সাধক! তুমিই আমার ভরসা, তুমিই আমাকে অকুল পাথারে ঘোরান্ধকার মধ্যে ধ্রুব তারা দেখাইয়া দাও, তাহা ভিন্ন পথনিদর্শনের অন্য উপায় নাই। আমি আজকালের মা বাপ্‌কে জিজ্ঞাসা করিব না; তাঁহারা স্নেহ বশম্বদ হইয়া আমাকে কাযের কথা খুলিয়া বলিবেন না। আজ যদি কয়াধূর মত মা পাইতাম, আজ যদি সুনীতির মত মা পাইতাম, তবেই আমার দুঃখ মিটিত, মনের জ্বালা নিবারণ হইত। শিশু প্রহ্লাদ বিষমিশ্রিত অন্ন কিরূপে ভগবান্‌কে নিবেদন করিবেন, তাই ভাবিয়া আকুল—দুনয়নে অবিরল ধারা বহিয়া চলিল, মা কয়াধূ বলিলেন, বৎস প্রহ্লাদ! তুই এত দিন ভগবানের ভজনা করিতেছিস্, তাঁহার মহিমা কি তুই জানিস্ না? তাঁহার কাছে কি গরল ও অমৃতের প্রভেদ আছে? তাঁহাকে ভক্তিপূর্ব্বক যাহা নিবেদন করিবি, তাহা হলাহল হইলেও অমৃত হইয়া যাইবে।

প্রহ্লাদ মায়ের কথায় নয়ন জলে মন ধুইয়া প্রাণ ভরিয়া ডাকি. লেন। ভক্তবৎসল অমনি শিশুর সম্মুখে শিশুর বেশে আসিয়া দুটি ভাইয়ের মত একত্রে বসিয়া অগ্রভাগ ভোজন করিলেন, বিষ অমৃত হইয়া গেল, দৈত্যকুল পবিত্র হইল। শিশুচূড়ামণি ধ্রুব বলিলেন, "মা! আমাদের দুঃখ-ভঞ্জন-কর্ত্তা কেহ কি নাই?" অমনি মায়ের—সুনীতির দুনয়নে জল আসিল। মা বলিলেন, "বাছা! পদ্মপলাশলোচন ভগবান্ হরিই আমাদের ন্যায় কাঙ্গালের বিপদ্-ভঞ্জন-কর্ত্তা।" মায়ের মর্ম্মভেদী উপদেশে ননীর পুতুল —কাঙ্গালিনীর একমাত্র অঞ্চলের নিধি ধ্রুব ঘোরা দ্বিপ্রহরা যামিনীতে গহন বনে হরিপদ লাভের জন্য যাত্রা করিলেন। তাই বলি, সাধক! আজ কালের মাকে ও কথা জিজ্ঞাসা করিব না। মায়ের মত মা আর নাই। শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিতগণকেও জিজ্ঞাসা করিব না, কৃচ্ছ সাধন-শীল তপস্বীকে ও যাগ-যজ্ঞ-ব্রতাদিতে বিব্রত কর্ম্মীকে জিজ্ঞাসা করিলেও তৃপ্তি পাইব না। যাহারা কেবল বেদান্ত শাস্ত্রের লম্বা চৌড়া ব্রহ্মজ্ঞানের কথা বার্ত্তা কহিয়া অন্তঃসাধন ও অন্তঃসার শূন্য হইয়া আপনাকে আপনি ফাকি দিতেছে, তাহাদের সেবা করিলে আমার তৃষ্ণা মিটিবে না। যাহারা প্রাণায়ামাদি যোগ সাধন দ্বারা মনোলয়কে বা অষ্টসিদ্ধি লাভকে পরম পুরুষার্থ বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাঁহাদের মন্ত্রণা শুনিলেও আমার চিত্ত চরিতার্থ হইবে না। আমার তাপিত প্রাণ সেই দিকে যাইতে চায়, যে দিকে বিশ্বাসের শীতল বায়ু বহিতেছে—যে দিকে উত্তুঙ্গ গিরির শৃঙ্গে শৃঙ্গে

নৃত্য করিতে২ স্ফটিক-স্বচ্ছ নদী ঝির্ ঝির্ করিয়া কোথায় বা তর তর বেগে আবার কোথাও তরঙ্গের পর তরঙ্গ মালায় বহিয়া যাইতেছে। চতুরশীতি লক্ষ যোজন পথ ভ্রমণে ক্লান্ত ও ভবভারাক্রান্ত পথিকের পক্ষে ভক্তির শীতল ছায়া-পথই পরম শুভকর। ভক্তিই বিষ্ণু-পাদোদকী গঙ্গা, ভক্তিই ত্রিতাপানল-বিদগ্ধ ভস্মাবশেষ জীবাত্মার একমাত্র কল্যাণ-কারিণী। কোন কোন পাশ্চত্য-বিদ্যানুরাগরঞ্জিত পণ্ডিত বলিয়া থাকেন, "ভক্তি" স্নায়বীয় দুর্ব্বলতা মাত্র। তাঁহারা দেখিয়াছেন স্নানবীয় দুর্ব্বলতাযুক্ত ব্যক্তি অতি অল্পেই কাঁদিয়া ফেলে, অতি অল্পেই ভয় পায়, অতি অল্পেই হতবুদ্ধি হইয়া পড়ে। ভক্তির লক্ষণেও সেই অশ্রুপাত, সেই রোমাঞ্চ, সেই আবেশ মূর্চ্ছা। অতএব ভক্তি স্নায়বীয় দুর্ব্বলতাই স্থির সিদ্ধান্ত হইল। ঈদৃশ বিচারবান্ পুরুষই ন্যায়-শাস্ত্রের ধুম দর্শনে "পর্ব্বতো বহ্নিমান্" সিদ্ধান্ত করিতে সাহস করেন। সাধনসিদ্ধ সুমার্জ্জিত বুদ্ধি ভিন্ন ভক্তিরস পান করিবার সামর্থ্য কাহারও জন্মে না। ভগবানকে লাভ করা ভক্তির ফল নহে; অধিকন্তু ভগবান্‌কে লাভ করিলে তবে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভক্তির পূর্ণ বিকাশ হয়। যে কর্ম্ম, (নিত্য নৈমিত্তিক, কাম্য আদি) উপাসনা, যোগ ও জ্ঞানের দ্বারা ভগবান্‌কে লাভ করা যায়, তাহা পরা ভক্তির উৎপাদন স্বরূপ "গৌণী ভক্তি" বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। সমগ্র সাধন-তত্ত্বের চরম পরিপক্ক ফল নিঃসৃত অমৃতময় রসের নামই "পরা ভক্তি"। বিধি পূর্ব্বক সাধনা করিলে

ভগবদ্দর্শন হয়, ভগবদ্দর্শন লাভ হইলে ভগবানের কৃপাদৃষ্টি হয়, এইরূপে ভগবানের কৃপাদৃষ্টি না হইলে "পরা ভক্তির" প্রকাশ হয় না।

কাহার কিরূপে ভক্তির উদয় হয়, তাহা আমরা ভাল জানি না। ভক্তগণ বলেন যে ভক্তি সাধক কখন বঞ্চিত হয়েন না। শত্রুনাশ করিবার জন্য, অন্যের বাড়ীতে চুরি করিবার জন্য তুমি ভক্তি করিয়া মা কালীর পূজা কর; তবু নাস্তিক অপেক্ষা ভাল হইবে। লোকে ভাল বলিবে বলিয়া ভক্তি করিয়া পূজা করিতে যাও, তথাচ যথাক্রমে ভক্তির উন্নত স্তরে আরূঢ় হইবে। অন্যের দেখাদেখি তুমি পূজা করিতে যাও, তবু ভগবানের ভক্তি-পাশ এড়াইতে পারিবে না। ধনং দেহি, পুত্রং দেহি, মানং দেহি বলিয়াও যদি ভক্তি পূর্ব্বক পূজা কর, তথাচ ভক্তির বাতাসে জীবাত্মায় আনন্দের সঞ্চার হইবে! ব্যাধি নিবারণের জন্য, পাপ নিবারণের জন্য, ভগবত্তত্ত্ব জানিবার জন্য শাস্ত্রবাক্যে বা ভগবানে যে ভক্তির উদয় হইয়া থাকে, তাহাই ক্রমশঃ অহৈতুকী ভক্তির দিকে আকর্ষণ করে। এই অহৈতকী ভক্তির ঘাটে স্নান করিলে "কামনা" মিটিয়া যায়, ভেদ-বুদ্ধি ধুইয়া যায়, আমাতে তাঁহাতে মিশিয়া যায়, ভক্তগণের সকল সাধ পূর্ণ হইয়া যায়। তখন ভক্ত কখন উদ্গ্রীব ও উৎকর্ণ হইয়া তাহার মধুময়ী কীর্ত্তি কথা শ্রবণ করেন, কখনও বা নৃত্য করিতে করিতে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া তাঁহার গুণ বর্ণন ও নাম সংকীর্ত্তন করিতে থাকেন, কখন বা তাহার গুণ গরিমা স্মরণ করিয়াই বিমুগ্ধ হইয়া পড়েন, কখন

বা তৎপদসেবনে, অর্চ্চনে ও বন্দনে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করেন, কখন আমি দাস তিনি প্রভু, কখন তিনি আমার প্রাণের সখা জ্ঞান করিয়া, আবার কখন বা আপনাকে একেবারে তাঁহার চরণে বিক্রয় করিয়া চরিতার্থ হয়েন। এই সুমধুর ভক্তিতত্ত্ব আচার্য্যগণ "ভক্তি সূত্রে" বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাই যথাযথ লাভ করিতে পারিলেই জন্ম সফল জীবন সার্থক, মনঃ প্রাণ সুশীতল ও আত্মা পরম পরিতৃপ্ত হয়।

মনের কথা, প্রাণের কথা খুলিয়া বলিতে ভরসা হয় না। ভয়াকীর্ণ বাহ্য জগৎ সদাই ভৈরব নাদে ভীম খড়্গ লইয়া হৃদয়কে ভয় দেখাইতেছে। বাহিরের কথায়, বাহিরের ব্যাপারে, বাহিরের পাপপুণ্যময়ী মোহিনী ছবির ছায়ায় মন ভুলাইতে চায়। মন তাহা মানে না, মন সে সব কথা শোনে না। "আমার" ব'লে, "আমার" হয়ে যিনি আমার সঙ্গে নিত্য বিহার করিতেছেন, তাঁহাকে নহিলে কি আমার প্রাণ শীতল হয়! পীড়ার অসহ্য যাতনায় কাতর হইয়া ডাকিবা মাত্র, যে মা আমায় ঔষধ বলিয়া দিলেন, লোক ভয়ে ভীত হইয়া কাঁদিবা মাত্র যিনি আসিয়া ক্রোড়ে করিয়া সান্ত্বনা করিলেন, আমি সেই চিন্ময়ীকে ছাড়িয়া— আমি সেই চৈতন্য রূপিণীর চরণে শরণ না লইয়া কোথায় গিয়া দাঁড়াইব! না, মা! আমি আর কোথাও যাইতে চাই না! মা! আমি পুত্র, দারা, ঋদ্ধি, সিদ্ধির ভিখারী নহি। মা! আমি যেন সংসার ভুলিয়া তোমার দিকে তাকাইয়া আপনাকে ভুলিতে পারি। তুমি আমার "মা" থাকিতে আমার ভাবনা কি?

শ্রীমন্ত ! তুমিই মাকে চিনিয়াছিলে, "কমলে কামিনী" দেখিয়া রাজকোপে প্রাণ যায় যায় হইল, আর "মা" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলে ; মা আর থাকিতে পারিলেন না, অমনি পদ্মাকে ডাকিয়া বলিলেন—"বল্ পদ্মা বল্, প্রাণ চঞ্চল, কেন হ'ল বল, কিসেরই কারণ। কে বুঝি কান্দে, পড়িয়া বিপদে, প্রাণ ভয়ে আমার লয়েছে শরণ"—বলিতে বলিতে মা আসিয়া রথ্য ভূমিতে শ্রীমন্তকে রক্ষা করিলেন। মা ! আমাকে শ্রীমন্তের মত কাঁদিতে শিখাও, মা ! আমায় বিপদে ফেলিয়া কাতরে "মা" বলিয়া ডাকিতে শিখাও।

সাধক ! বলিতে হৃদয় শিহরিয়া উঠে, একজন দস্যু বৃদ্ধাবস্থায় যখন অশক্ত হইয়া পড়িয়াছে, তখন এক দিন নিজ রাজ্যেশ্বরের এক মাত্র পুত্রকে একাকী নানাভরণভূষিত দেখিয়া তাহাকে বধ করিয়া অলঙ্কার গুলি হরণ করিবে, এই ইচ্ছা করিল। সুবোধ শিশু হঠাৎ নিকটে আসিবামাত্র ধূর্ত্ত দস্যু বলিল, বাবা ! বড় পিপাসা পাইয়াছে, যদি একটু জল খাইতে দাও, তবে প্রাণ বাঁচে। দয়ার শরীর শিশু জল আনিতে উদ্যত হইলে, দস্যু বলিল, তুমি দীক্ষিত না হইলে তোমার হাতে আমি জল খাইব না। শিশু ( দীক্ষা কাহাকে বলে তাহা জানেও না ) বলিল, তবে আমাকে দীক্ষা দাও। দস্যু বলিল, চল, নদী তীরে স্নান করাইয়া তোমাকে দীক্ষিত করিব। সরল শিশু চলিল। দস্যু একটা নির্জ্জন ঘাটে গিয়া বলিল যে, সমস্ত অলঙ্কারগুলি এই খানে খুলিয়া রাখ, ডুব দাও, আমি না ডাকিলে তুমি উঠিও না। তার

পর তোমাকে দীক্ষামন্ত্র দিয়া ভগবান্‌কে দর্শন করাইব। সুবোধ শিশু বৃদ্ধ গুরুকে জল খাওয়াইবে, ভগবান্‌কে দর্শন করিবে, এই আহ্লাদে আটখানা হইয়া তাহাই করিল। বালক জলে ডুব দিবা মাত্র দস্যু অলঙ্কার গুলি লইয়া পলায়ন করিল। এদিকে ভগবদ্দর্শনেচ্ছু শিশু "গুরু ডাকিবেন" এই আশায় ডুব দিয়া রহিয়াছে। আর জল মধ্যে থাকিতে পারে না, পেট ফুলিয়া উঠিল; ভক্ত শিশুর প্রাণ যায় দেখিয়া আর কি ভগবান্ স্থির থাকিতে পারেন! অমনি একজন প্রহরীর রূপ ধারণ করিয়া দস্যুর কেশাকর্ষণ করিয়া ফিরাইয়া আনিলেন। তীব্র তাড়না-সহ বলিলেন, পামর! শীঘ্র আমার বাছাকে ডাক্! আমিই ডাকিতে পারিতাম, কিন্তু বাছা আমার যে গুরু-বাক্যের প্রতীক্ষা করিতেছে, আমি ডাকিলে তো সে উঠিবে না। দস্যু প্রাণভয়ে ভীত হইয়া শিশুকে ডাকিয়াই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। শিশু মাথা তুলিয়া তাকাইয়া দেখে, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বিষ্ণু সাক্ষাৎ হইয়া বলিতেছেন, বৎস! জল হইতে উঠ, তোমাকে দর্শন দিবার জন্যই আমি আসিয়াছি। বালক বৃদ্ধকে মূর্চ্ছিত ও অলোকসামান্য পুরুষকে দেখিয়া প্রেমাশ্রু ফেলিতে ফেলিতে তাঁহার চরণে পতিত হইল। অনাথনাথ অমনি নিজরূপ সম্বরণ পূর্ব্বক প্রহরী বেশে শিশুকে ক্রোড়ে করিয়া রাজদ্বারে রাখিয়া অন্তর্হিত হইলেন। সাধক! বল দেখি, সরল হৃদয়ের পরম সখা ভগবানের আশ্রয় না লইয়া আর কাহার শরণাগত হইব! ঐ দেখ গুরু হইয়া ষণ্ডামার্ক বালক প্রহ্লাদকে বেত্রাঘাত করিল, প্রহ্লাদের নয়নে জলধারা

দেখিয়া অমনি প্রহ্লাদের প্রাণেরসখা ভগবান্ হরি আসিয়া কাতর ভক্তের হৃদয় আলো করিয়া বসিলেন; বলিলেন,—প্রহ্লাদ! রোদন করিও না; মূঢ় গুরু তোমাকে যত বেত্রাঘাত করিয়াছে, এই দেখ সকল গুলিই আমার পৃষ্ঠে চিহ্নিত হইয়াছে। তোমাতে আমাতে আর ভিন্নতা নাই। প্রহ্লাদ সমস্ত জ্বালা, যন্ত্রণা ভুলিলেন, আবার হরিপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া নাচিতে লাগিলেন। ঐ দেখ সাধক! পিতা হইয়া হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে হস্ত পদাদি বন্ধন করিয়া সর্ব্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ হইতে ভূতলে নিক্ষেপ করিবার আজ্ঞা দিলেন, অবোধ দৈত্যগণ তাহাই করিল। সংসার প্রহ্লাদের বিরোধী হইয়া কি করিবে? প্রহ্লাদ হরিপদ ধ্যান করিতে করিতে ভূতলাভিমুখে পড়িতেছেন—আবার ঐ দেখ ভগবান্ নিজ মঙ্গলময় হস্ত প্রসারণ করিয়া প্রহ্লাদকে ধারণ করিলেন, ভক্তের কমনীয় পবিত্র অঙ্গে একটী কঙ্করেরও আঘাত লাগিল না। ভক্তের ভগবান্ না হইলে কি দুর্য্যোধনের সভায় রজস্বলা দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ হইত! ভক্তের ভগবান্ দ্রৌপদীকে দেখা না দিলে কি বন মধ্যে পাণ্ডবগণ দুর্ব্বাসার মহাকোপে রক্ষা পাইতেন! ভক্ত ধ্রুব! তুমিই ধন্য, তুমি ভোগবাসনা ত্যাগ করিয়া একাকী গহন বনে কাতর কণ্ঠে কাঁদিয়াছিলে বলিয়া অনাথের নাথ স্বয়ং তোমাকে মন্ত্রদাতা গুরু (নারদকে) পাঠাইলেন। তোমার জন্য ধ্রুবলোক রচনা করিলেন, তোমাকে দর্শন দিয়া ধরাধাম পবিত্র করিলেন। দৈত্যকুল-পাবন ভক্তশিরোমণি প্রহ্লাদ! দুঃখে দুর্ব্বিপাকে

পড়িয়া হরি-ধ্যান, হরি-জ্ঞান, হরি স্মরণ করিয়া হরিগুণ গানে বিভোর হইয়া ভক্তবৎসলের সেবা করিয়া কৃতার্থ হইলে—তাই তোমার দিব্য বিশ্বাসের অনুরোধে—তোমার বাক্যের সত্যতারক্ষার জন্য স্ফটিক স্তম্ভ ভেদ করিয়া নরসিংহ দেব প্রকাশিত হইলেন। ভক্ত-কুল-তিলক! ভক্তির গুণে পিতৃকুল উদ্ধার করিলে। বলি রাজা! তুমিও ধন্য। সুর নর আদি সকলে যাঁহার দ্বারের ভিখারী, তোমার ভক্তির গুণে তিনিই ত্রিপাদ ভূমি "ভিক্ষার্থ"—তোমার দ্বারে উপস্থিত। তোমার ভক্তির গুণেই তিনিই তোমাকে রত্ন-সিংহাসনে বসাইয়া তোমার দ্বারের প্রহরী হইলেন। অর্জ্জুন! ধন্য তোমার ভক্তি ও ভালবাসা! ভক্তির গুণে ভালবাসার গুণে বিশ্ব-মূলাধারকে সখ্যতার সূত্রে বাঁধিয়া রাখিলে। কুরুক্ষেত্রের মহারণে ভগবান্ যোদ্ধ, বেশে কাহারও পক্ষ অবলম্বন করিলেন না, কিন্তু পাছে ভীষ্ম, কর্ণ, দ্রোণাদির সুতীক্ষ্ণ বাণে তোমার অঙ্গ ব্যথিত হয়, সেই জন্য তোমাকে পশ্চাতে রাখিয়া স্বয়ং সম্মুখে সারথির আসনে উপবেশন করিলেন। আমরাও ধন্য, যে আজ ভক্তির কথা—ভক্তের কথা লইয়া জীবন পবিত্র করিতেছি।

সাধুগণ! সাধকগণ! ভক্তগণ! চিরদিন এই কথা স্মরণ রাখিবেন—

"যস্মিন্ শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তির্ন দৃশ্যতে।
ন শ্রোতব্যং ন মন্তব্যং যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ।"

ভক্তিই সার, ভক্তিই শ্রেষ্ঠ, ভক্তিই ভূষণ ও ভক্তিই জীবন।

অতএব—সর্ব্বথা সর্ব্বযত্নেন ভক্তিমেব সমাশ্রয়েৎ।

অনাথের নাথ! ভক্তের হৃদয়নিধি! শুনিয়াছি তুমি নাকি কাঙ্গালের সর্ব্বস্বধন, তুমি দীন দুঃখীর পরম সখা, তাই বড় কাতর হৃদয়ে তোমার পতিতপাবন নাম সম্বল করিয়া ডাকিতেছি। ধন দিয়া, মান দিয়া, পুত্র পরিবারাদি দিয়া এই নিঃসহায়ের মন ভুলাইয়া তোমার চরণচ্ছায়ায় বঞ্চিত করিও না। তুমিই নাকি বলিয়াছ, "নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ। মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।" দীনবন্ধো! আমি স্বর্গ চাহিনা, তোমার বৈকুণ্ঠও চাহিনা, যোগী, জ্ঞানী, ঋষি, তপস্বী হইতেও চাহিনা, তোমার যে ভক্তগণ তোমার গুণ গান করিলে তুমি সদাই তাহাঁদের সঙ্গে বিরাজ কর, আমাকে সেই ভক্ত হৃদয়ের ভক্তির বৈজয়ন্তি মালা গাছটী পরাইয়া দাও। এই আশীর্ব্বাদ কর, হরি! যেন তোমার কথা শুনিতে শুনিতে, তোমারই নাম—তোমারই গুণ গাইতে গাইতে, তোমারই মহিমা স্মরণ করিতে করিতে, তোমাকেই ভাবিতে ভাবিতে জীবন সার্থক করিতে পারি।

---

# উপাসনা।

## ( পরিব্রাজকের পঞ্চামৃত হইতে উদ্ধৃত )

আত্মা যে পর্য্যন্ত স্বস্বরূপাবস্থা লাভ করিতে না পারে, সে পর্য্যন্ত চুম্বক শৈলাভিমুখে লৌহের গমনোদ্যমের ন্যায় পরমাত্মাকে উপাসনা করিতে জীবের স্বতঃ এব প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। যাহাদের

প্রবৃত্তি কেবল মাত্র রুচির দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহারা গম্যস্থানে পৌঁছিতে পারে না। কিন্তু যাঁহাদের প্রবৃত্তি বৈধ অনুষ্ঠানের দ্বারা সংগঠিত ও সুপরিচালিত হয়, তাঁহারাই নির্ব্বিঘ্নে পরমাত্মায় সম্মিলিত হইতে পারেন। বিশেষ বিশেষ বিধি দ্বারা সগুণব্রহ্মে মনের যে বৃত্তিপ্রবাহ হয়, তাহাকেই উপাসনা কহে। ("সগুণ ব্রহ্ম বিষয়ক মানসব্যাপারাণি উপাসনানি") ত্রিগুণময়ী মায়ায় অভিভূত জীব কখন নিগুর্ণ স্বরূপের উপাসনা বা উপলব্ধি করিতে পারে না। বেদমূলক সনাতন আর্য্যধর্ম্মশাস্ত্র মানবের প্রকৃতি ভেদে উপাসনা ভেদ করিয়াছেন। জ্যোতিষ-শাস্ত্র বিশেষ বিচারপূর্ব্বক ইহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই প্রকৃতি ভেদে এক এক রস ও এক এক বর্ণ প্রিয়। কেহ লবণ, কেহ মিষ্ট, কেহ বা তিক্ত রস প্রিয়; কেহ রক্ত, কেহ পীত কেহ বা হরিত বর্ণ প্রিয়। মানবের জন্মকালে তাহার উপর যে গ্রহের আধিপত্য থাকে, সেই গ্রহের প্রভাবানুসারে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন রস ও বর্ণে প্রীতির সঞ্চার হইয়া থাকে। চন্দ্রের অংশ যাহার শরীরে অধিক পরিমাণে থাকে, লবণ রস ও শুক্লবর্ণ তাহার স্বাভাবিক প্রিয় হয়। আবার রব্যাদি সপ্তগ্রহ মধ্যে কতকগুলি স্ত্রী জাতীয় ও কতকগুলি পুংজাতীয়। পুংজাতীয় গ্রহের ভাগ যাহার শরীরে অধিক, সে ব্যক্তি পুরুষ দেবতা ভাল বাসে। এইরূপ জন্ম নক্ষত্র গ্রহাদি বিচার পূর্ব্বক সুদক্ষ সদ্‌গুরু শিষ্যের প্রকৃতির অনুরূপ স্ত্রী বা পুরুষ দেবতা, কৃষ্ণ বা গৌরবর্ণের দেবতা নির্ব্বাচন করিয়া দিবেন। মনঃপ্রকৃতিতে জন্মসূত্র নিহিত প্রীতি শক্তির

সহিত নির্ব্বাচিত ইষ্ট দেবতার জাতিগত বা ভাবগত সম্মিলন হইলেই সাধক ইষ্ট ফললাভ করিতে সমর্থ হয়েন। নিজে ইচ্ছা করিয়া—পছন্দ করিয়া ইষ্টদেবতা নিরূপণ করিতে নাই। ব্রহ্মবিদ্ বরিষ্ঠ গুরু তোমার ক্ষুদ্রবুদ্ধির অজ্ঞাত—তোমার অন্তঃকরণের অভ্যন্তর গর্ভে নিহিত শক্তি সামর্থ্য ও অধিকার বিদিত হইয়া তোমার মঙ্গলার্থে তোমাকে যে উপাসনা পদ্ধতির অনুবর্ত্তী হইতে কহেন, তাহার অনুষ্ঠান করিয়া দেখ; দেখিতে পাইবে, তোমার হৃদয় বজ্রলেপময় পাষাণতুল্য হইলেও তাহা ভেদ করিয়া বিশাল জ্ঞানোর্ম্মিমালা ও রসোচ্ছ্বাস সহিত ভক্তির প্রস্রবণ ফুটিয়া বাঁহির হইবে, এবং পরমানন্দের প্রবাহ বহিতে থাকিবে।

মানবের শরীর পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতে গঠিত ও পঞ্চ তন্মাত্রের সাহায্যেই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বিকাশ হইয়াছে। বৈদান্তিক মতে পঞ্চকোষ অতিক্রম না করিতে পারিলে আত্মার সাক্ষাৎকার হয় না। তান্ত্রিক মতে পঞ্চতত্ত্বের সেবা ব্যতীত এবং পঞ্চতন্মাত্রে পঞ্চভূতের লয় ব্যতীত কেহ পরমানন্দ ধামের অধিকারী হইতে পারে না। গুণময়ী প্রকৃতি পঞ্চধা বিভক্ত হইয়া প্রপঞ্চ জগতের বিচিত্র লীলার অভিনয় করিতেছেন। আবার পরমাত্মা এই প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়াই পঞ্চরূপ ধারণ পূর্ব্বক পঞ্চ কোষাবৃত আত্মাকে পঞ্চভূতময়দেহ কারাগার হইতে পঞ্চতন্মাত্ররূপ শৃঙ্খল মোচন করিয়া আপনার দিকে আকর্ষণ করিতেছেন। পঞ্চভূতময়-দেহ ধারণ করিয়া যে অধিকারী পুরুষ পঞ্চোপচারময়ী পূজায়

পরিতৃপ্ত এই পঞ্চ রূপাত্মক সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা না করে, তাহার কল্যাণের আশা সুদূরপরাহত।

ভারতবর্ষের বেদমূলক ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী মহাত্মাগণ সাধারণতঃ গাণপত্য, সৌর, শাক্ত, বৈষ্ণব ও শৈব এই পঞ্চ উপাসক সম্প্রদায়ে বিভক্ত। কেবল অষ্টাঙ্গ যোগের অনুষ্ঠাতা ও বৈদান্তিক জ্ঞানমার্গাবলম্বিগণ এবং উচ্চাধিকারী প্রেমোন্মত্ত সিদ্ধগণ এতাবৎ সম্প্রদায় বিশেষের অন্তর্ভুক্ত নহেন। তাঁহারা পঞ্চ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত না হইলেও এতাবতের দ্বেষ্টা বা বিরোধী নহেন। সমাধিশীল যোগিগণ, প্রেমোন্মত্ত ভক্তগণ, সর্ব্বত্র সমদর্শী জ্ঞানিগণ, পঞ্চমূর্ত্তিকে একই পরমাত্মার বিকাশ বলিয়া জানেন, এইজন্য তাঁহারা কোন মূর্ত্তিতে দ্বেষ, কোন মূর্ত্তি বিশেষে প্রেম না করিয়া তত্ত্ববেত্তা সদ্গুরুর উপদেশানুসারে কেবলমাত্র সচ্চিদানন্দ স্বরূপেই বিহার করিয়া থাকেন। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে সকল যন্ত্রই গায়কের সুর ও তালের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বাজাইতে হয়, কিন্তু বাঁধা তানপুরার সুর কোন তাল মানের অধীন না থাকিয়া সকল তাল, রাগ, মানের সঙ্গেই তুল্যরূপে বাজিতে থাকে, অথচ কোন তালের বিরুদ্ধাচরণ করে না। (তানপুরা অর্থাৎ মস্তক= অলাবু, + মেরুদণ্ড=অলাবুলগ্ন দারু দণ্ড + ঈড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, ও বজ্রাখ্যা নাড়ী=চারিটী তার,) যাঁহারা দেহের এই যন্ত্রে নিজের এই প্রেমের সুরে নিজের কাজ বাজাইয়া যান, তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র মন্ত্রের সহিত কেমন একত্রে মিলিয়া যান। সেই শ্রেণীরই একজন সাধক বলিয়াছিলেন—

"সব্‌সে রসিয়ে সব্‌সে বসিয়ে লিজিয়ে সব্‌কা নাম।
হাঁজি হাঁজি কর্‌তা রহিয়ে বৈঠিয়ে আপনা ঠাম্‌॥"

সকল সম্প্রদায়ের তত্ত্ব কথায় আনন্দ বোধ করিবে, সকল উপাসক সম্প্রদায়েরই সহিত সৎসঙ্গ করিবে; রাম, কৃষ্ণ, কালী, শিব, বিষ্ণু আদি ভগবানের সকল নামই গ্রহণ করিবে, এবং যে কোন সম্প্রদায় ভগবানের যে কোন রূপ, গুণ বা নাম লইয়া সম্বর্দ্ধনা করিবেন, তুমি তাহারই অনুমোদন করিবে; কেননা, সে যদি অজ্ঞানতা বশতঃ আনন্দরূপধারী ভগবান্‌কে একটি খণ্ডিত রূপেই দেখিয়া থাকে, কিন্তু তুমি জানিও যে, উহা তোমারই আরাধ্য দেবতার রূপান্তর ও নামান্তর মাত্র। আবার এরূপও সাবধান থাকিবে যেন সকল সম্প্রদায়ের অনুমোদন করিতে গিয়া নিজ গুরু দত্ত সাধনের উচ্চাসন হইতে বিচলিত না হও।

ভাবিতে হৃদয় কাঁদিয়া উঠে, বলিতেও বড় সংকোচ হয়, যে সাধকেন্দ্রগণের সংখ্যা ভারতবর্ষে যত হ্রাস হইয়া যাইতেছে ততই সম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা ও পরস্পর বিরোধ বুদ্ধির বৃদ্ধি হইতেছে। নিজ নিজ সম্প্রদায়োচিত উপাসনায় ঐকান্তিকী নিষ্ঠা শিক্ষা দিবার জন্য মধ্যে মধ্যে যে অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি শাস্ত্রকারগণ কটাক্ষ করিয়া গিয়াছেন, আজ কালের সম্প্রদায়িগণ তাহার বিরুদ্ধার্থ গ্রহণ করিয়া নিতান্ত অপরাধগ্রস্ত হইতেছেন। যদি শাস্ত্রকার বৈষ্ণব গ্রন্থে কোথাও ভগবানের শিবরূপের প্রতি উপেক্ষা করিয়া থাকেন, বস্তুতঃ তাহা শিবকে উপেক্ষা করিতে শিক্ষা দিবার জন্য লিখিত হয় নাই, কিন্তু বৈষ্ণবকে ভগবানের বিষ্ণুরূপের

প্রতি একান্ত নিষ্ঠাপরায়ণ হইবার জন্য উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তি যেমন আপনি ভিন্ন জগতের সকলকেই উন্মত্ত বলিয়া মনে মনে হাস্য করে, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বুদ্ধি বিদ্যার নানারূপ অনুশীলন সত্বেও পঞ্চ উপাসক সম্প্রদায়ের প্রত্যেক সম্প্রদায়ী সেই রূপ নিজ সম্প্রদায়টি ভিন্ন আর সমস্ত সম্প্রদায়কেই সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মরূপ ভ্রান্তির সেবক বলিয়া অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে সাধুতা, সুশীলতা, সৎসাহস, ভগবৎপ্রেম, উপচিকীর্ষা প্রভৃতি সদ্‌গুণ রাশির প্রভূত প্রাদুর্ভাব থাকিলেও, শৈব ব্যাঘ্রাসন বিভূতিভূষণ, পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রং মহাদেবের গুণানুকীর্ত্তন না শুনিলে, শাক্ত—করাল আস্য, বিকট হাস্য, মুক্তকেশী, লোলরসনা দিগ্‌বসনা, চণ্ড মুণ্ড বিঘাতিনী দনুজ মুণ্ডমালিনী মহাকালীর মহাত্ম্য শুনিতে না পাইলে, বৈষ্ণব—যমুনা তটে, বংশী বটে, ধীর সমীরণ কেশি ঘাটে মদনমোহন ত্রিভঙ্গভঙ্গিম, রাধাধরসুধাপান-মাতোয়ারা শ্রীকৃষ্ণের লীলা গান না শুনিলে, সৌর মণ্ডলী—আদিত্যের সর্ব্বপাপঘ্নতার ব্যাখ্যান প্রাপ্ত না হইলে ও গাণপত্য—বিনায়কের গুণীবরাগ্রগণ্যতার মধুময় তান শুনিতে না পাইলে, তুমি যেমন কেন সাধক, সাধু ও জ্ঞানী হওনা, তাঁহার চক্ষে তুমি ভগবানের প্রকৃত সেবক বলিয়া পরিগণিত হইবে কি না সন্দেহস্থল। ইহা ছাড়া সাম্প্রদায়িক বাহ্য চিহ্নাদি লইয়া, পূজার উপচার ও অনুষ্ঠান লইয়া নানা বিরোধ দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে পাপ ও পুণ্য, স্বর্গ ও মোক্ষ, সাধনা ও

সিদ্ধি ইত্যাদির আদর্শও ভিন্ন ভিন্ন। যদি কোন ব্যক্তি লোক সমাজে ভদ্র বিনম্র ও পবিত্র বলিয়া পূজ্য থাকিয়াও সম্প্রদায় বিশেষের আশ্রয় লইতে চান, তবে যেমন তাঁহাকে সেই সম্প্রদায়ের ললাট তিলকাদি রূপ কতকগুলি বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে আবার ঐ সম্প্রদায়ের পরিগৃহীত বিশেষ বিশেষ অর্থ অনুসারে ভদ্র, বিনম্র ও পবিত্র চরিত্র হইতে হইবে। বাল্মিকীর কোমল প্রকৃতি, বশিষ্টের ক্ষমা, কর্ণের দান-শীলতা, শঙ্করাচার্য্যের জ্ঞানযোগ আজ কালের অনেক সম্প্রদায়ের চক্ষেই হয়ত যথার্থ কোমলতা, ক্ষমা, দানশীলতা ও জ্ঞান নিষ্ঠা বলিয়া প্রতীত হইবে না। এই পঞ্চ উপাসক সম্প্রদায়ের বিষম বিভ্রাটে উপাসকগণের মধ্যে শ্রদ্ধা ভক্তির সুশীতল বাতাস না বহিয়া দ্বেষ, হিংসা ও ঈর্ষার প্রলয়াগ্নি প্রজ্জলিত হইয়া আমাদের সনাতন ধর্ম্ম সমাজকে ছার খার করিতেছে।

এই বিষম বিভ্রাটের হেতু কি? লোকে ইহার উত্তরে শাস্ত্রের প্রতি কটাক্ষ করিলেও আমরা বলিব, শিক্ষার দোষে—শাস্ত্রের গূঢ়ার্থ না বুঝিতে পারিবার দোষে—প্রতিষ্ঠাভিমানী অসদ্‌গুরুগণের দোষে এই বিষম বিভ্রাট ঘটিয়াছে। উপাস্য মূর্ত্তি বিশেষে একনিষ্ঠ করিবার জন্য যে অন্য দেবতার লঘুভাব প্রদর্শিত হইয়াছে তাহাতে সাধক! তুমি একনিষ্ঠতা শিক্ষা না করিয়া দেবদ্বেষ্টা হইলে কেন? যে ধর্ম্মে একটি ক্ষুদ্র জীবেরও প্রতি দ্বেষ, হিংসা বা ঈর্ষা করিতে নিষেধ করিয়াছেন, সেই ধর্ম্ম কি কখন কোন উপাস্য দেবতার

প্রতি বিদ্বেষ বুদ্ধি বৃদ্ধি করিতে শিক্ষা দিতে পারে? জীবের প্রতি দ্বেষ বুদ্ধি থাকিলে ঈশ্বরের উপাসনা দ্বারা সেই পাপ হইতে নিস্তার পাওয়া যায়, কিন্তু ঈশ্বরের মূর্ত্তি বিশেষের প্রতি বিদ্বেষ করিলে যে অতীব গুরুতর অপরাধ হইবে, তাহা হইতে মুক্তি পাইবে কিরূপে? যে ব্যক্তি ঈশ্বরের স্বরূপ বিশেষে প্রীতি করে এবং স্বরূপান্তরে বিদ্বেষ করে, তাহার ঈশ্বরপ্রীতি নির্দ্দোষ নহে। যেমন দুগ্ধের সহিত জল মিশ্রিত থাকিলে সে দুগ্ধকে বিশুদ্ধ বলা যায় না এবং তাহা পান করিলে যেমন তোমার বিশেষ উপকার হইবেনা, সেইরূপ ঈশ্বরের ভাববিশেষে বিদ্বেষ বুদ্ধি থাকায় তোমার ভগবৎপ্রীতি বিশুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইবেনা। সাধক! তুমি শাক্ত হও বৈষ্ণব হও, বা শৈব হও, তুমি নিজ ইষ্ট দেবতাতে মুখ্যত্ব বুদ্ধি রাখিয়া অন্য দেবতার উপাসনা করিতে ভুলিও না। কেননা সে গুলি তোমারই ইষ্টমূর্ত্তির ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ মাত্র।

উপাসক সম্প্রদায় পাঁচটি থাকিলেও সৌর বা গাণপত্য বড় অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না। সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী মাত্রেই সামান্যতঃ গণেশ ও সূর্য্যের উপাসনা করিয়াই থাকেন। এবং ইহাও বলিতে হইবে যে অনেক পবিত্র হৃদয় উপাসক আছেন, তাঁহারা প্রত্যহই পঞ্চদেবতার উপাসনা করিয়া থাকেন। সাধকের ইষ্ট দেবতা "অঙ্গী" এবং অন্যান্য মূর্ত্তি সমূহ "অঙ্গ" রূপে পরিপূজিত হইয়া থাকেন। পঞ্চভূত যেমন পঞ্চীকৃত হইয়া বাহ্য জগৎকে বিকাশ করিয়াছে, সেইরূপ পঞ্চ উপাস্য দেবতার প্রত্যেক মূর্ত্তি পঞ্চাঙ্গীভূত হইয়া সাধকের মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ

করিয়া থাকেন। সৌর ও গাণপত্য সম্প্রদায় লইয়া বর্ত্তমান ধর্ম্মজগতে কোন বিশেষ বাগ্বিতণ্ডা দেখিতে পাইনা। শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণবদিগের মধ্যেই কিছু গণ্ডগোল দৃষ্ট হইয়া থাকে। বিদ্যাবান্ বুদ্ধিমান্ ও ভক্তিমান্ উপাসকগণের মধ্যে কোন বিতণ্ডা আছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই।

যাঁহাদের হৃদয় ভগবানকে ভাল না বাসিয়া বাহ্য ব্যবহারকে অধিক ভালবাসে, যাঁহাদের হৃদয় প্রকৃত উপাসনা অপেক্ষা উপাসনার বাহ্যাড়ম্বরকে অধিক প্রিয় বোধ করে, যাঁহাদের হৃদয় ধর্ম্ম "ভাব" অপেক্ষা ধর্ম্ম "মত"কে শ্রেষ্ঠ মনে করে এবং যাঁহারা শাস্ত্রের গুহ্যার্থ প্রতিপাদ্য উপাস্য দেবতাকে উপেক্ষা করিয়া কেবল শাস্ত্রের ভাষাগত অর্থবাদে সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, ও যাঁহারা প্রকৃত পাণ্ডিত্য অপেক্ষা পাণ্ডিত্যের অভিমানকে অধিক গৌরব মনে করিয়া থাকেন, সেই অসারসর্ব্বস্ব উপাসকগণের মধ্যেই সম্প্রদায়িক বিতণ্ডার মহাকোলাহল শুনিতে পাওয়া যায়। উপাসক সম্প্রদায় সরল ভাবে বিচার করিয়া দেখিলেই নিজ নিজ দোষ সংস্কার করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিবেন। আশা করি এই কথা গুলি তাঁহাদিগের বিশুদ্ধ বিচারের অনেক সাহায্য করিতে পারিবে।

এইরূপ সাম্প্রদায়িক উপাসক মণ্ডলীর মধ্যে কতক কতক লোকের ত্রুটী বা বিষম ভ্রম দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া, উপাসক সম্প্রদায়ের বা উপাসনা পদ্ধতির প্রতি কোনরূপ দোষা-রোপ করা উচিত নহে। লোকে অজ্ঞানতা বশতঃ যতই ভ্রম প্রমাদ করুক না কেন, শাস্ত্রীয় শিক্ষার দ্বারা তত্তাবৎ ক্রমশঃ

সংশোধিত হইয়া থাকে। অজ্ঞান-জাল-জড়িত জীবগণ বুঝিতে না পারিয়া এক পরমাত্মার পঞ্চধা বিভক্ত মূর্ত্তিতে ভিন্ন বুদ্ধি করিয়া থাকে। তাই উক্ত হইয়াছে :—

"উভয়োঃ প্রকৃতিস্ত্বেকা প্রত্যয়ভেদেন ভিন্নবদ্ভাতি।
কলয়তি কশ্চিন্ মূঢ়ো হরি হর ভেদং বিনা শাস্ত্রম্" ॥

এই শ্লোকের প্রথমার্থ। যথা—হরি ও হর এই শব্দদ্বয়ের প্রকৃতি বা ধাতু একই, কেবল প্রত্যয় ভেদে (হৃ ধাতুর উত্তর ইন্ প্রত্যয়ে=হরি এবং হৃ ধাতুর উত্তর ণক্ প্রত্যয়ে=হর) শব্দ দুইটি দুই প্রকার নিষ্পন্ন হইয়াছে। মূঢ় ব্যক্তি বিনা শাস্ত্রে এতদ্দ্বয়ের ভেদ কল্পনা করিয়া থাকে। দ্বিতীয়ঃ প্রকার ব্যাখ্যা। যথা—হরি ও হর উভয়েরই প্রকৃতি এক অর্থাৎ উভয়ই মায়োপহিত চৈতন্য ও উভয়ই সমসামর্থ্য-যুক্ত। কেবল প্রত্যয় অর্থাৎ বিশ্বাস ভেদ বশতঃ ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীত হয়েন মাত্র। মূঢ় ব্যক্তি যে হরি হরের স্বরূপতঃ ভেদ কল্পনা করে তাহা তাহার "বিনাশাস্ত্র" অর্থাৎ তাহার বিনাশের অস্ত্র স্বরূপ। বস্তুতঃ উপাস্যগণের মধ্যে ভেদ কল্পনা করা দুর্ব্বুদ্ধির কার্য্য।

ভগবান্ ভূতভাবন ত্রিলোকনাথ যখন ত্রিপুরাসুরকে বধ করিয়াছিলেন তখনকার বিচিত্র লীলা দেখিলে এই ভেদ-বুদ্ধি বিদূরিত হইয়া যায়। ত্রিপুরাসুরের দেহ বরপ্রভাবে তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া ত্রিভুবনে যথা তথা বিচরণ করিত। যুগ যুগান্তে তাহার এই তিন দেহ ক্ষণার্দ্ধ জন্য এক এক বার একত্র সম্মিলিত হইত; এই মিলন মুহূর্ত্তে যদি কেহ এই দুর্জ্জয় বীরকে বধ

করিতে পারে তবেই তাহার মৃত্যু হইবে নতুবা তাহার মরণ নাই, এই রূপ সে বর লাভ করিয়াছিল। এই জন্য তাহাকে বধ করিবার সময় স্বয়ং "ধূর্জ্জটী" ধনুর্দ্ধারী হইয়া ছিলেন। "পৃথিবী" তাঁহার রথ, "ব্রহ্মা" তাঁহার সারথি, "সুমেরু" তাঁহার ধনু, "চন্দ্র" এবং "সূর্য্য" রথচক্র, এবং "চক্রপাণি" শর হইয়াছিলেন। তাই সাধক দেবাদিদেব মহাদেবের স্তুতিকালে বলিয়াছিলেন—

"রথঃ ক্ষৌণী যন্তা শত ধৃতিরগেন্দ্রো ধনুরথো—
রথাঙ্গে চন্দ্রার্কৌ রথ চরণ পাণিঃ শর ইতি।
দিধক্ষোস্তে কোঽয়ং ত্রিপুর তৃণমাড়ম্বর বিধিঃ—
বিধেয়ৈঃ ক্রীড়ন্ত্যো ন খলু পরতন্ত্রাঃ প্রভুধিয়ঃ॥"

আধ্যাত্মিক তত্ত্বের দিকে দৃষ্টি করিলে ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে "পুর" শব্দে 'দেহ' এবং "ত্রিপুর" শব্দে 'স্থূল শরীর' 'সূক্ষ্ম শরীর' ও 'কারণ শরীর' এই রূপ বুঝাইয়া থাকে। এই তিন দেহ একত্র হইলেই সংসারী জীব-দেহ সংগঠিত হয়; এই শরীর ত্রয় বিনষ্ট হইলেই জীবের যন্ত্রণাময় জন্মমরণরূপ জঞ্জাল মিটিয়া যায়। যিনিই এই রূপ মুক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা করিবেন, তাঁহাকেই পূর্ব্বশ্লোকের মর্ম্মার্থে সুসজ্জিত হইতে হইবে; অর্থাৎ বেদবিধাতা ব্রহ্মার=(অগ্নি=অগ্নিহোত্র ও নিত্য, নৈমিত্তিক কাম্যাদি কর্ম্ম কাণ্ডের), বিষ্ণুর (ভক্তি মূর্ত্তি বা উপাসনার) এবং শিবের (জ্ঞানমূর্ত্তি বা ত্রিপুরান্তকারীর) সহায়তা লইতে হইবে। অর্থাৎ কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান এই সাধনত্রয়ের

যিনি বৈধ অনুষ্ঠান করিতে পারেন, সেই মহাত্মাই জন্ম মরণের হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়া থাকেন। অতএব জীব! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ ত্রিধা বিভক্ত হইয়াও কার্য্যকালে কেমন সকলের একত্র পবিত্র সম্মিলন হইল, দেখিলে তো?

যাঁহার হৃদয় ভগবদ্ভাবে বিমুগ্ধ হয়, তিনিই উপাস্য দেবতার ভিন্ন ভিন্ন ভাবকে অভেদ রূপে চিন্তা করিয়া থাকেন। সাধ-কেন্দ্র পুষ্পদন্ত বলিয়াছিলেন—বেদ, সাংখ্য, যোগ, পাশুপত ও বৈষ্ণবমত আদি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তোমারই ব্যাখ্যা করিয়াছে। মনুষ্য নিজ নিজ রুচির বশীভূত হইয়া নানা পথগামিনী নদী সকলের একই মহা সমুদ্রে পতনের ন্যায় কেহ সরল, কেহ বক্র পন্থা অবলম্বন করিয়া তোমাকেই প্রাপ্ত হইবার জন্য নানা পথানুসরণ পূর্ব্বক গমন করিতেছে।

"ত্রয়ীসাংখ্যংযোগঃ পশুমতিমতং বৈষ্ণবমিতি।
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ॥
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিল নানা পথজুষাং।
নৃণামেকোগম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥"

কেবল ভক্তই এই কথা বলিয়াছেন তাহা নহে, ভক্তবৎসল ভগবান্‌ও বলিয়াছেন যে সংসারে লীলার জন্য এক মাত্র আমিই পঞ্চধা বিভক্ত হইয়াছি। বৃষ্টির জলরাশি যেমন চারিদিক্ দিয়া গড়াইয়া এক মাত্র সমুদ্রেই গিয়া পতিত হয়, সেই রূপ সৌর, শৈব, গাণপত্য, বৈষ্ণব এবং শাক্ত সকলেই আমাকেই আসিয়া আশ্রয় করে। পদ্মপুরাণে, যথা—

"সৌরাশ্চ শৈবগাণেশাঃ বৈষ্ণবাঃ শক্তি পূজকাঃ।
মামেব তে প্রপদ্যন্তে বর্ষান্তঃ সাগরং যথা॥
একোঽহং পঞ্চধাভিন্নঃ ক্রীড়ার্থং ভুবনে কিল"॥

বস্তুতঃ দেবদেবীদিগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ভেদবুদ্ধি করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। দেবতার যত রূপ ও যত নাম হউক না কেন, সমস্তই এক প্রকৃতিপুরুষময়। যিনি ব্রহ্মা তিনিই হরি, এবং যিনিই হরি তিনিই মহেশ্বর ; যিনিই মহেশ্বর তিনিই সূর্য্য, যিনিই সূর্য্য তিনিই অগ্নি, যিনিই অগ্নি তিনিই কার্ত্তিকেয়, যিনিই কার্ত্তিকেয় তিনিই গণপতি ; এইরূপ গৌরী, লক্ষ্মী, সাবিত্রী আদি এক শক্তিরই নাম ও রূপ ভেদ মাত্র। শিবার্চ্চ চন্দ্রিকা ধৃত ভবিষ্যোত্তরে লিখিত আছে, যথা—

যো ব্রহ্মা স হরিঃ প্রোক্তো যো হরিঃ স মহেশ্বরঃ।
মহেশ্বরঃ স্মৃতঃ সূর্য্যঃ সূর্য্যঃ পাবক উচ্যতে॥
পাবকঃ কার্ত্তিকেয়োঽসৌ কার্ত্তিকেয়ো বিনায়কঃ।
গৌরী লক্ষ্মীশ্চ সাবিত্রী শক্তি ভেদাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
দেবং দেবীং সমুদ্দিশ্য ন কুর্য্যাদন্তরং কচিৎ।
ভেদভেদো ন মন্তব্যঃ শিবশক্তিময়ং জগৎ"॥

প্রকৃতি ও পুরুষ নিত্যসিদ্ধাভিন্নতাময়। ক্রিয়াভেদে, অবস্থাভেদে, উপাসকের প্রকৃতিভেদে ভগবানের নাম ও রূপ ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। বস্তুতঃ কালী ও কৃষ্ণ পদার্থগত এক। একই পদার্থ পৃথ্বীবীজ মণ্ডলে কালী ও বহ্নি মণ্ডলে কৃষ্ণ এইরূপ নাম ও রূপ ধারণ করিয়া থাকেন, যথা—

"যা কালী সৈব কৃষ্ণঃ স্যাৎ যঃ কৃষ্ণঃ সৈব কালিকা।
কদাচিৎ পৃথিবী মধ্যে কদাচিৎ বহ্নি মণ্ডলে॥"

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ দেবতাত্রয় এক হইলেও পাছে মূঢ়গণ ভিন্ন বুদ্ধিতে দেখিয়া দুর্দ্দশাগ্রস্থ হয়, সেই জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধেও কথিত হইয়াছে যে, যিনি তিনকে অভেদ ভাবে একমাত্র সর্ব্বভূতাত্মরূপে দর্শন করেন তিনিই শান্তি লাভ করিয়া থাকেন। পূজ্যপাদ তত্ত্বদর্শী টীকাকার শ্রীধর স্বামীও বলিয়াছেন, যে তিনিই এক স্বরূপ, তিনেতেই এক দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য। যথা—

"ত্রয়াণামেক ভাবানাং যো ন পশ্যতি বৈ ভিদাম্।
সর্ব্বভূতাত্মনাং ব্রহ্মন্ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥"

স্বামিকৃত টীকা, যথা—"তস্মাদৈকৈকং পশ্যন্ সুতার্থো ভবতী-ত্যাহ ত্রয়াণামেকো ভাবঃ স্বরূপং যেষাম্।"

ভক্তি ভাবে ভগবান্‌কে পঞ্চোপাস্য দেবতার মধ্যে যিনি যে রূপ ও যে নামেই উপাসনা করুন না কেন, সকলেই নিজ নিজ ভাবানুরূপ ফল ভাগী হইয়া থাকেন। মহাদেব বলিয়াছেন, "যাহারা যে ভাবে আমার আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহারা সেই ভাবেই ফল লাভ করিয়া থাকে।" যোগিনী তন্ত্রে, যথা—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তে তথাফল ভাগিনঃ।"

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন যে, যাহারা যে রূপে আমার শরণাগত হয় আমি সেইরূপেই তাহাদের ইষ্ট সাধন করিয়া থাকি। হে পার্থ! মনুষ্যগণ যে পন্থাই অবলম্বন

করুক না কেন, সকলে আমারই দিকে আসিয়া থাকে। ভগবদ্গীতা। যথা—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈবভজাম্যহং।
মমবর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥"

অতএব সাধকগণ! সাম্প্রদায়িক বিতণ্ডা পরিত্যাগ কর। এক মহাদেবের যেমন পাঁচ মুখ, সেই রূপ এক পরমাত্মারই পাঁচ বিকাশ। তুমি যে নাম ও যে মূর্ত্তিকে উপেক্ষা বা অনাস্থা করিবে, তাহাতে তাঁহাকেই—তোমার 'ইষ্ট দেবতাকেই' উপেক্ষা ও অনাস্থা করা হইবে। আমি একবার দেখিয়াছিলাম যে দুইটি সহোদর শিশু পরস্পর বিবাদ করিয়া পরস্পরে বাপান্ত করিয়া গালি বর্ষণ করিতেছে। অবোধ শিশু তখনও জানে না, যে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে (সহোদর ভ্রাতাকে) বাপান্ত করিলে আপনাকেই বাপান্ত করা হয়। অতএব সাধক! সকলেই এক পরমাত্মার উপাসক হইয়া সহোদরদ্বয়ের মত, বৈষ্ণব হইয়া শক্তি ও শিবকে বা শাক্ত ও শৈবকে, অথবা শাক্ত বা শৈব হইয়া বিষ্ণু বা বৈষ্ণবকে গালি বর্ষণ বা উপহাস করিয়া স্বয়ং লোকসমাজে উপহাসাস্পদ হইও না এবং আপনার অনিষ্ট সাধন করিও না। সকল বিবাদ মিটাইয়া, দ্বেষ, ঈর্ষ্যা পরিত্যাগ করিয়া পাঁচকে এক ভাবিয়া ও পাঁচে এক হইয়া আসুন সকলে মনের সংশয় নিবারণ করি—

বাউলের সুর (যথা—বল্ মাধাই মধুর স্বরে)।

মন করিস্ নে গণ্ডগোল।

একবার মিটিয়ে সন্দ, মনের দ্বন্দ্ব, আনন্দে বল্ হরিবোল॥

ওরে পাঁচ হাওয়া পাঁচ ছাওয়া ঘরে, পাঁচ ভূতে তুলেছে রোল!
যদি পাঁচ পাঁচে পঁচিশের মানুষ দেখ্‌বি তবে দুয়ার খোল।
ছেড়ে খুঁটি নাটি ময়লা মাটি মন্‌টা খাটি ক'রে তোল।
দেখ্ পাঁচ পথে এক রঙের মানুষ ক'র্‌ছে লীলা কেবল॥
ওরে, কালো ধলো যত বল পুরুষ মেয়ে সেই সকল।
নানা বুলি বাজায় ঢুলি বাজে কিন্তু একই ঢোল।
ওরে, পাঁচ ঘাটে এক গঙ্গা বটে ঠারে ঠোরে বোঝ্ পাগল।
পরিব্রাজক বলে পাঁচ রূপে এক আলো করে রঙ মহল॥

---

## পরিব্রাজকের সঙ্গীত।

### ১ নং

রাগিণী বিভাস। তাল একতালা।

জননী, জগৎমোহিনী, জীব নিস্তারিণী;
ওমা তোমারি মহিমা, কে করিবে সীমা,
অনাদ্যা তুমি মা অনন্তরূপিণী॥

তোমারি মায়াতে ব্রহ্মাণ্ড বিকাশ,
বিশ্ব বায়ু বারি বহ্নি কি আকাশ,
যেখানে যা দেখি তোমারি প্রকাশ—
জননীগো—সন্তানরূপে তুমি জ্ঞানদায়িনী॥

রবি নিশাকর নক্ষত্র নিকর,
আকাশে প্রকাশে হাসে মনোহর,
দেখিতে তোমায় ভ্রমে নিরন্তর—
অরূপিণি—অনন্ত অম্বর চিত্র কারিণী।

দেখিতে তোমায় সাগরাম্বু রাশি,
উত্তাল তরঙ্গে ধায় দিবা নিশি,
বনে রাশি রাশি, কুসুম হাঁসি হাঁসি—
চেয়ে রয়গো—দেখিবার তরে তোমায় তারিণী॥

প্রবল পবন দেশে ধায়,
আনন্দে মাতিয়া তব গুণ গায়,
তরু লতা পাতা সবারে নাচায়,
দেখি তায় গো—আপনি নাচিয়া কাঁপায় মেদিনী॥

চিন্তামযী তারা ব্যাপ্ত চরাচরে,
তবু না চিনিলাম চিন্ময়ী মা তোরে,
গুপ্ত রূপে পরিব্রাজকের অন্তরে,
দেখা দে মা—মদন-মর্দ্দন মনোহারিণী॥

২ নং

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল একতালা।

দীনবন্ধু কৃপা-সিন্ধু কৃপাবিন্দু বিতর।
হৃদি বৃন্দাবনে কমল-আসনে প্রাণ মন সনে বিহর॥
নয়ন মুদি বা চাহিয়া থাকি অথবা যে দিকে ফিরাব আঁখি,
ভিতরে বাহিরে যেন হে দেখি তব রূপ মনোহর॥
এই কর হরি দীন দয়াময়, তুমি আমি যেন দুটী নাহি রয়,
জলের তরঙ্গ জলে কর লয় চিদঘন শ্যাম সুন্দর॥
ঐ পদে পরিব্রাজকের গতি যেন ভাগীরথীর সাগর সঙ্গতি,
জীব শিব দোঁহে অভেদ মূরতি জীব নদী তুমি সাগর॥

---

৩ নং

রাগিণী কাফি—তাল ঝাঁপতাল।

কখন কি ভাবে অভয়া উদয় হও মা হৃদয় মাঝে।
চিন্‌তে যে পারি না আমি বিরাজো কখন কি সাজে॥
কভু অবোধ শিশু বলে, আপনি লও কোলে তুলে।
কভু শত বার ডাকিলে, দেখা দাওনা সময় বুঝে॥
কভু হও মা রণকালী, কখন হও বনমালী,
কভু হও ত্রিশূলপাণি বব বম্ বদনে বাজে॥
পরিব্রাজক পদানত, মা মা বলে কাঁদে কত,
চিদানন্দরূপে আমায় দেখা দিতে হবে মা যে॥

৪ নং

( যমুনারতটে বসিয়া সঙ্গীত)

(বাউলের সুর )

যমুনে এই কি তুমি সেই যমুনা প্রবাহিনী।
ও যার, বিমল তটে রূপের হাটে বিকাতো নীলকান্তমণি॥
কোথা সে ব্রজের শোভা, গোলোক হ'তেও মনো লোভা,
কোথা শ্রীদাম বলরাম সুবোল সুদাম;—
কোথা সে সুনীল তনুর ধেনু বেণু, মা যশোদা রোহিনী।
কোথা নন্দ উপানন্দ, মা যশোদার প্রাণ গোবিন্দ,
ধরা চূড়া পরা কোথা ননী চোরা ;—
কোথা সে বসন চুরি ব্রজ নারীর পুজিতা মা কাত্যায়নী।
কোথা চারু চন্দ্রাবলী, কোথা বা সে জল কেলি,
কোথা ললিতা সখী, সুহাসিনী ;—
কোথা সে বংশীধারী রাসবিহারী, বামেতে রাই বিনোদিনী।
কোথা সে নূপুর ধ্বনি, না বাজে কিংকিনী,
মধুর হাঁসি মধুর বাঁশি, নাহি শুনি ;—
ও যার, মোহন স্বরে উজান ভরে বইতে তুমি আপনি।
তোমারি তটে তটে, তোমারি ঘাটে ঘাটে।
তোমারি সন্নিকটে কই সে ধনী ;—
ও যার মানের লাগি মোহন চূড়া লুটাইল ধরণী।
দেখাইয়া দাও আমারে, যমুনে সেই বামারে।

অনাথের নাথ হৃদ্ মাঝারে, পা দুখানি ;—
পরিব্রাজক বলে চরণ তলে লুটাই শির দিন যামিনী ॥

---

## ৫ নং

রাগিনী লগ্নী—তাল জৎ।

( সুর "নির্ম্মল সলিলে বহিছ সদা তট শালিনী সুন্দর যমুনে ও" )

চঞ্চল মানস বিনাশ আশা পাশ বিরস বিলাস বাসনা রে।
বিষয় বিভবে, মত্ত কি হইলে, ভুলিলে ভুলিলে আপনারে ;
আসিয়া জগতে, আরোহি মনোরথে, ভ্রমিছ কি ভাবে ভাবনা রে ॥
দেখিতে দেখিতে, কাল প্রবাহে, জীবন যৌবন যাইল রে।
ক্রমে ধীরে ধীরে, গভীর কাল নীরে,ডুবিবে তাকি মন জাননা রে ॥
কা তব কান্তা, কস্তে পুত্র, কস্ত ত্বং বা ব্রহ্ম বিচারে ;
চিন্তয় কোঽহং কথং জগদিদং, কেন কৃতা বিশ্ব-রচনা রে ॥
ভূমানুসন্ধান, কর মূঢ় মন, মলিনা বাসনা রবেনা রে।
হও ধ্যাননিরত, তুর্য্যাবস্থাগত, কুরু চিৎ স্বরূপম্ ধারণা রে ॥
শান্তিসিন্ধুজলে, হইবে শীতল, বাজিবে প্রেম রাজসদনে রে ;
ভেদ বুদ্ধি যাবে ব্রহ্মস্বরূপ হবে, রবেনা ভাবনা যাতনা রে ॥
গাও পরিব্রাজক, প্রেমময় নাম, প্রেম বাতাসে প্রাণ জুড়াবে রে ;
প্রেম-সুধা পানে হয়ে মাতোয়ারা, রবে না তনু-মন-চেতনা রে ॥

---

৬ নং

ভোগ ও বৈরাগ্যের সম্বাদ।

( সুর—বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের )

জীব জগতে দ্বন্দ্ব অতি ভোগ বিরাগে।

ভোগ—বিরাগে, বিরাগ—ভোগে দ্বন্দ্ব লাগে ভোগ—বিরাগে ॥

ভোগ বলে—এ সংসার সুখের বাজার,

বৈরাগ্য বলে—মরুভূমে মরীচিকা সার, এ সব মায়ার বিকার।

ভোগ বলে—আমার সব এই স্ত্রী কন্যা তনয়,

বৈরাগ্য বলে—যা দেখ সব পথের পরিচয়,

এরা কেউ কারও নয়।

ভোগ বলে—লাবণ্যময় মধুর যৌবন,

বৈরাগ্য বলে—মেঘের কোলে চঞ্চলা যেমন, থাকে ক'দিন তেমন?

ভোগ বলে—কত সুধা রমণী অধরে,

বৈরাগ্য বলে—বড়িশপিণ্ড যেন সরোবরে, মৎস্য মারিবারে।

ভোগ বলে—দেহের সজ্জা করি পরিপাটী,

বৈরাগ্য বলে—জীবের দেহ কেবল ময়লা মাটি, বৃথা আঁটাআঁটি।

ভোগ বলে—কোমল শয্যায় শয়ন করি সুখে,

বৈরাগ্য বলে—শ্মশান শয্যা মনে যেন থাকে, দিবে অগ্নি মুখে।

ভোগ বলে—রাখি রথ গজ বাজী দ্বারে,

বৈরাগ্য বলে—মুদ্‌লে আঁখি সব ফাঁকি যে পরে,

মায়ায় ভুল না রে

ভোগ বলে—সম্মান পাই রাজার দরবারে,
বৈরাগ্য বলে—কি হবে যম রাজার দুয়ারে, তাকি ভাব না রে ?
ভোগ বলে—বহু দাস দাসীর প্রভু হই,
বৈরাগ্য বলে—আর কে প্রভু জগৎ-প্রভু বই, জীবের প্রভুত্ব কৈ ?
ভোগ বলে—অতুল ধনের আমি অধিকারী,
বৈরাগ্য বলে, নিদান কালে কলসী কাচাধারী, বুচ্‌বে জারি জুরি।
ভোগ বলে—তবে কি সব কিছুই কিছু নয় ?
বৈরাগ্য বলে—সব ফাকি এ ভোজের বাজীময়, চিরদিন নাহি রয়॥
বৈরাগ্যের বচনে ভোগ হৈল হতমান।
পরিব্রাজক বলে কর সবে হরিগুণ গান, হবে ভোগ অবসান॥

---

৭ নং

কীর্ত্তন ভাঙ্গা সুর।

নামামৃত পান সবে কর ভাই—( হরি )
এমন নাম কখনও শুনি নাই।
হরি নাম যে করে সার, ভবে ভাব্‌না কিবা তার,
নামে যায় মহাপাপ রোগ শোক তাপ সংসার-বিকার ;
নামে জগাই মাধাই তরে দুভাই নাম শুনায় গৌর-নিতাই।
( হরি )

ভক্ত প্রহ্লাদের প্রাণ, নাশ করিবার বিধান,
হিরণ্যকশিপু দিল বিষ করিতে পান ;—
নামে গরল অমৃত হ'ল প্রহ্লাদ বাঁচিল তাই।

যত যোগ যাগের সাধন, দেখ জপতপ আরাধন,
ও সব নাম সাগরের অগাধ জলের বুদ্‌বুদ যেমন ;—
হরি নাম সাগরে মগ্ন যে জন তার কি সাধন আরও চাই !
পরিব্রাজক বলে সার, নামে নাইকো জাত বিচার,
নামে মূর্খ জ্ঞানী আচণ্ডালের সমান অধিকার ;—
তুলে নামের নিশান নাম কর গান, হরিবোল বল সবাই।
( হরি )

---

৮ নং

কীর্ত্তন ভাঙ্গা সুর।

বিরাজো মা হৃদ্-কমলাসনে।
তোমার ভুবন ভরা রূপটি একবার দেখে লই মা নয়নে ॥
অন্নপূর্ণা তুমি মা, তুমি শ্মশানে শ্যামা,
কৈলাসেতে উমা, তুমি বৈকুণ্ঠে রমা ;—
ধর বিরিঞ্চি শিব বিষ্ণুরূপ, সৃজন লয় পালনে ॥
তুমি পুরুষ কি নারী, তত্ত্ব বুঝিতে নারি,
তুমি স্বয়ং না বুঝালে তাকি বুঝিতে পারি ;—
তুমি আধা রাধা আধা কৃষ্ণ সাজিলে বৃন্দাবনে ॥
তুমি জগতের মাতা, যোগী জনানুগতা,
অনুগত জনের কৃপা কল্পলতা ;—
তোমায় মা ব'লে ডাকিলে নাকি কোলে লও ভক্তগণে॥

দুঃখ দৈন্য হারিণী, চৈতন্য কারিণী,
আমি অন্য কিছু চাইনা ভিন্ন চরণ দুখানি ;—
প্রেম সরোজে সাজাব পদ বাসনা মনে মনে ॥
পরিব্রাজক ভিখারি, সাধ মনেতে ভারি,
মধুর হাসিমাখা মায়ের মুখখানি হেরি ;—
ব'সে মায়ের কোলে, মা মা ব'লে, নাচিব যোগ ধ্যানে ॥

---

৯ নং

কীর্ত্তন ভাঙ্গা সুর। তাল খয়রা।

( সুর—প্রাণ পিঞ্জরের পাখী গাও না রে )

গুপ্ত আনন্দ ধামের মেলা।
সে যে নিত্যং দেব দুর্লভং তোরা দেখ্‌বি তো আয় এইবেলা ॥
তথা নাই শশী রবি, তথা নাই ভূত ভাবি,
শত্রু মিত্র নাইকো তথা একাকার সবি—
তথা পর আপনার নাইকো বিচার,
নাই গুরু নাহি চেলা ॥
তথা স্ত্রী পুরুষ নাই, নাহি মাতা পিতা ভাই,
বারুদে * আগুণে † তথা রয়েছে এক ঠাঁই ‡
তথা নাই ভেদাভেদ, আনন্দ খেদ, তৃষ্ণা কি ক্ষুধার জ্বালা ॥

---

* মায়া। † জ্ঞান। ‡ অভিন্ন ভাবে।

যত রসের পশারি, তাদের দোকান দোধারি,
রসিক যারা কিন্‌চে তারা রসের মাধুরি—
হ'য়ে বধির * বোবা † রসে ডোবা, কচ্চে সব রসের খেলা ॥
মেলার ক'র্‌বো কি বাখান, সদা রসের সুর তান,
ব্রহ্মা বিষ্ণু ত্রিশূলপাণি খুলেছে দোকান—
তারা বিনা মূলে কাঙ্গাল জনে, বেচ্‌তেছে মুক্তিমালা ‡ ॥
দিল্‌ দরিয়ার পারে, § রত্নবেদীর উপরে,
সে যে বল্‌তে নারি ¶ ; বুঝ্‌বি সে কি, দেখিলে পরে—
পরিব্রাজক বলে দেখ্‌বি যদি, ধুয়ে নে মনের মলা ॥

---

১০ নং

কীর্ত্তন ভাঙ্গা সুর। তাল খয়রা।

( সুর—"গুপ্ত আনন্দ ধামের মেলা" )

কুঞ্জ কাননে কেও কামিনী ( হৃদি ),
চিদ্‌ঘন কৃষ্ণ-কাদম্বিনী কোলে খেলিছে সৌদামিনী।
( চিদ্‌ ঘনের কোলে খেলিছে রূপ দামিনী )

---

* কাহারও কথা শুনে না। † কাহাকেও কিছু বলে না।

‡ সালোক্য, সামীপ্য, সাযুজ্য, নির্ব্বাণ।

§ মনের অগম্য দেশে, যন্মনসা ন মনুতে ইতি শ্রুতিঃ।

¶ অনির্ব্বচনীয়ত্বাৎ।

কিবা মধুর মুরতি, রূপের অপরূপ জ্যোতি
দেখে সরমে মরমে মরে মন্মথ রতি ;—
যেন কোটী চাঁদ নিঙ্‌ড়ানো সুধা (ও তার) মাখা মুখখানি ॥
রূপের নাইকো সীমা, প্রেমের কণক-প্রতিমা,
আবার শ্যাম অঙ্গে মিশায়ে সে রূপ ধরে শ্যামা ;—
তখন অসি বাঁশী ভেদ থাকে না, বনমালী মুণ্ডমালিনী ॥
রূপের নাই যে আদি শেষ, এ রূপ স্বরূপের বিশেষ,
যেন অরূপ গাছে রূপের লতা জড়িত এ বেশ ;—
এই রূপ সাগরে ডুব্‌লে পরে মিটে নাম রূপের ঢেউ আপনি ॥
পরিব্রাজক বলে মন, হও এই বেলা চেতন,
ওরে, চৈতন্যে চৈতন্যময়ী কর দরশন ;—
ও যে চেতন জলের ফুটন্ত ফুল, লোকে তাই বলে "কমলিনী" ॥

---

১১ নং

রাগিণী ভৈরবী, তাল মধ্যমান।

মা কোথায়, মা কোথায়, এ সময় রহিলে।
সারা হ'লাম সারাৎসারা কোথা গো মা লুকালে ॥
করিয়াছি কি অপরাধ তাইতে গো মা সাধিছ বাদ,
না পুরালে সুতেরই সাধ, মায়াডোরে বাঁধিলে ॥
দে মা বৈরাগ্যের অসি, এ ঘোর বন্ধন নাশি,
মুক্ত হই মা মুক্তকেশী নাহি ছোঁবে কালে ;

শরণ নিলাম শমন ভয়ে, বাঙ্গা চরণ দে অভয়ে,
পরিব্রাজক দীন তনয়ে, কর মা কর কোলে ॥

---

১২ নং

রাগিণী ললিত, তাল আড়াঠেকা।

জাগরে নিদ্রিত জীব ঘুমাইবে আরও কত।
চেতন হ'য়ে দেখ চেয়ে শিয়রে কাল সমাগত ॥
পেয়েছ মনুষ্য কায়া, ত্যজরে বিষয় মায়া,
লয়ে মিথ্যা সুত জায়া, দিনে দিনে দিন গত ॥
কুবাসনা পরিহরি, সদা বল হরি হরি
বহিবে প্রেম লহরী হৃদে অবিরত ॥
পূর্ণ হবে সব কামনা, রবেনা আর ভয় ভাবনা,
পরিব্রাজকের রসনা, হরি গুণ গাও সতত ॥

---

১৩ নং

## হরির লুঠ।

( "হরি নামামৃত পান—সুর )।

হরি হরি হরি বোল ব'লে চ'লে আয় ( সবে )
হরির লুটের সময় ব'য়ে যায় ( সাধের মানব জনম )
( নামের লুটের সময় )

১। যত তপস্বী ঋষি, মুনি যোগী বনবাসী,
অবধূত পরমহংস সাধু সন্ন্যাসী ;
হরি লুঠের লাগি গৃহত্যাগী বিরাগী বিষয় মায়ায় ॥
( হরি অনুরাগী যে )

২। কৌশল্যা মহারাণী, যশোদা জননী,
হরির লুঠের লুট বিহারীর চরণ দুখানি ;
তারা, কমল রেণুর পরমাণু জীব তরাইতে লুটায়,
( দেবের দুর্ল্লভ পদ ) (পদ)

৩। শচীর কোলেতে ওকে, রাধার কনক রং মেখে,
দুটি বাহুতুলে সদাই বলে হরি বোল মুখে ;
হরিনাম লুটাতে এসে সে যে আপনি ধরায় লুটায়।
( গৌর ) ( ধর ধর বলেরে ) ( হরি হরি ব'লেরে ) ;

৪। বাজিয়ে করতাল খোল, দিয়ে আচণ্ডালে কোল,
পরিব্রাজক প্রেমানন্দে বলে হরিবোল ;
দিন ফুরাইল সন্ধ্যা হ'লো হরিলুট কুড়ায়ে খায় ॥
( ওরে গোনা দিন তোর ব'য়ে গেল ) ( মধুর )
( হরি হরি হরি বল )। )

---

# যোগাশ্রমের গ্রন্থাবলী।

( পরমহংস পরিব্রাজক শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামি-প্রণীত গ্রন্থ সমূহের আয় কাশী যোগাশ্রমে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণা-যোগেশ্বরী মাতার সেবার্থ অর্পিত হইয়াছে। )

## শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

দেখিতে দেখিতে পরিব্রাজক শ্রীমৎশ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী মহোদয় কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত গীতার তৃতীয় সংস্করণও নিঃশেষ হইয়া গেল। গীতার চতুর্থ সংস্করণও কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সেন বিদ্যাভূষণ এম্ এ মহাশয়কর্ত্তৃক অতীব আগ্রহের সহিত সম্পাদিত হইয়াছে। গীতার মূল, শাঙ্করভাষ্য, শ্রীধরস্বামিকৃত টীকা ও পরিব্রাজকশ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামীজীর **গীতার্থসন্দীপনী** নাম্নী বিশদ বাঙ্গলা ব্যাখ্যা এবারে আরও বিশুদ্ধ ভাবে মুদ্রিত হইতেছে। অধিকন্তু ভাষ্য টীকাদিতে উদ্ধৃত শ্রুতি প্রমাণগুলিরও সুখবোধ নিমিত্ত উপনিষদ্ প্রভৃতির নাম ও অধ্যায়, এবং শ্লোকাদির সংখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে। এইজন্য ইহা যে বঙ্গীয় অধ্যাপকমণ্ডলীর ও সংস্কৃত বিদ্যার্থিগণেরও বিশেষ আদরণীয় হইবে তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। বঙ্গানুবাদও বড় বড় অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে।

বঙ্গভাষায় "গীতার্থ-সন্দীপনীর" ন্যায় সুললিত ও সারগর্ভ ব্যাখ্যা আর কোন গীতাতেই নাই। এমন উপাদেয় ও মর্ম্মার্থপূর্ণ শাস্ত্রতাৎপর্য্য-মথিত সাধনানুকূল ব্যাখ্যা একমাত্র পরিব্রাজকের

গীতাতেই দেখিতে পাইবেন। পরিব্রাজকের গীতার্থ-সন্দীপনীর ন্যায় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ব্যাখ্যা বঙ্গদেশে আর নাই, পূর্ব্বাপর এরূপ একটী প্রবাদই প্রচলিত রহিয়াছে। গীতার্থ-সন্দীপনী পাঠে পুণ্যাত্মা পাঠকবর্গের হৃদয়ে যে গীতার কত গুহ্যাতিগুহ্য তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে তাহা বঙ্গ ভাষাবিৎ পাঠক মাত্রেই জানেন। সুতরাং নূতন করিয়া ইহার পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। স্বর্গীয় বঙ্কিম বাবু গীতার্থ-সন্দীপনী পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন,—"ইহার ভাব ও রচনা চিরদিন বাঙ্গালা ভাষায় অপূর্ব্বরত্নরূপে বিরাজিত থাকিবে।"

এই গীতার সুবিস্তৃত সূচীপত্রে অকারাদি ক্রমে সমস্ত শ্লোক ও শব্দের সূচী এরূপভাবে প্রদত্ত হইয়াছে যে, যে কোন শ্লোক ও শব্দের অর্থই অনায়াসে অবগত হইতে পারিবেন। তদ্ব্যতীত প্রত্যেক অধ্যায়ের বিশ্লেষণপূর্ব্বক যে বিশদ বিষয়-সূচী প্রণীত হইয়াছে, তাহাতে একবার দৃষ্টিমাত্রেই গীতোক্ত উপদেশের সার সমাবেশ দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হইবে। গীতা সম্বন্ধীয় যে কোন দুরূহ প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে এই বিষয় সূচীর প্রতি দৃষ্টি করিলেই তাহার সদুত্তর পাইবেন। আবার বঙ্গীয় পাঠকগণের বিশেষ সুবিধার জন্য বাঙ্গালা প্রতিশব্দ সহ যে অন্বয় দেওয়া হইয়াছে, তাহা পাঠমাত্র (সংস্কৃত না জানিলেও) সকলেই গীতার মূল শ্লোকের অন্তর্গত প্রত্যেক শব্দের অর্থ অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। উদাহরণস্বরূপ নিম্নে একটী শ্লোকের অন্বয় উদ্ধৃত হইল :—

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন। অঃ ২।২ ॥

অন্বয়বোধিনী। (হে) অর্জ্জুন! বিষমে (সঙ্কট সময়ে) কুতঃ (কেন) [কি কারণে] ইদং (এইরূপ) অনার্য্য জুষ্টম্ (আর্য্যগণের অযোগ্য) অস্বর্গ্যং (স্বর্গগতির রোধক) অকীর্ত্তি-করং (অযশস্কর) কশ্মলং (মোহ) ত্বা (তোমাকে) সমুপস্থিতম্ (প্রাপ্ত হইল) ॥ ২ ॥

গীতার পাঠক্রম, গীতামাহাত্ম্যের মূল ও বাঙ্গালা ব্যাখ্যা, এবং পরিব্রাজক মহোদয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও হাফ্‌টোন চিত্রও ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এইরূপে পুস্তকের কলেবর আট শত পৃষ্ঠারও অধিক হইয়া পড়িলেও মূল্য পূর্ব্ববৎ উত্তম কাপড়ে বাঁধা ৪৲ চারি টাকা মাত্র। ডাকখরচ পৃথক ৷৹ আনা লাগিবে। যাঁহারা পুস্তক সম্পূর্ণ মুদ্রণের পূর্ব্বেই গ্রাহক হইয়া দুই খণ্ডে লইবেন, তাঁহারা ডাকব্যয় সহ ৩৷৹ টাকায় পাইবেন। প্রথম খণ্ড (৯ম অধ্যায় পর্য্যন্ত) প্রকাশিত হইয়াছে।

——:০:——

## অপূর্ব্ব ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।

ইহাতে ভারত ভ্রমণের সহিত সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও ধর্ম্মজীবনের বিবিধ তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। সিদ্ধযোগী ধীরবীর্য্য কৃত হিমালয়-স্থিত ঋদ্ধিমন্দিরের বিস্ময়কর বিবরণ পাঠে অনেকে চমৎকৃত ও পুলকিত হইবেন। ইহাতে যোগতত্ত্ব ও সাধনক্রম এবং জ্ঞান ও ভক্তির প্রকৃত লক্ষ্য ও সমন্বয় সরলভাবে বিবৃত হইয়াছে।

"ঢাকা প্রকাশ" বলেন—"অপূর্ব্ব ভ্রমণ-বৃত্তান্ত" বস্তুতঃই অপূর্ব্ব জিনিষ। একবার পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে, পাঠক

উহা শেষ না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পাঠের সহিত গভীর তত্ত্ব সকল অলক্ষিত ভাবে হৃদয়পটে অঙ্কিত হইয়া যায়। ঋদ্ধিমন্দিরের বর্ণন পাঠকালে আমরা এতই মুগ্ধ হইয়াছিলাম, যে সময় সময় আমাদের শরীর রোমাঞ্চিত হইয়াছিল।"

মূল্য ।৶০ মাত্র। (শ্রীমৎ পরিব্রাজক স্বামীজী ব্যাখ্যাত গীতার গ্রাহকগণের জন্য মূল্য ।০ মাত্র)।

—:o:—

# পরিব্রাজকের বক্তৃতা।

যিনি উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় ধর্ম্ম সমাজের দুর্ব্বল হৃদয়কে সবল করিবার জন্য সনাতন ধর্ম্মের প্রচার প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন, যাঁহার অমৃতময়ী ধর্ম্মব্যাখ্যায় সহস্র সহস্র পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত, কত অপথ কুপথ গামীও সুপথে আনীত, যাঁহার জ্বলন্ত ও জীবন্ত উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতায় একসময়ে সুদূর পঞ্জাব হইতে আসামপর্য্যন্ত সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত টলমলায়মান হইয়াছিল, বঙ্গের সেই প্রতিভাসম্পন্ন অদ্বিতীয় ধর্ম্মবক্তা শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীজীর অমূল্য বাণী চিরস্থায়িনী করিবার জন্য এই পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। পরিব্রাজকের বক্তৃতা বাঙ্গালা সাহিত্যের সৌন্দর্য্য। তাঁহার অপূর্ব্ব ভাবসমাবেশ, অভিনব যুক্তি ও সুমধুর ভাষায় সকলেই মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া যাইতেন। সার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পরিব্রাজকের বক্তৃতা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "বাঙ্গালা ভাষায় এইরূপ ওজস্বিনী বক্তৃতা হয়, তাহা আমি পূর্ব্বে জানিতাম না।" এই বক্তৃতার জীর্ণ কঙ্কালমাত্র দেখিয়া

বঙ্গবাসীও এক দিন বলিয়াছিলেন—"শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের সেই মোহনকান্তি-মুখনিঃসৃত অমৃতময়ী মধুধারা যিনি শ্রবণাঞ্জলি পুটে পান করিয়াছে, তিনি ইহার মর্ম্ম আপনি বুঝিয়া লইবেন।" (বঙ্গবাসী ৩১এমে ১৮৯১) মূল্য এক টাকা মাত্র, ডাকব্যয় /০ আনা।

—·—o——

# শ্রীকৃষ্ণপুষ্পাঞ্জলি।

বঙ্গে আর্য্যধর্ম্ম প্রচারের উদ্বোধন কালে পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী মহোদয় ধর্ম্ম ও সমাজ বিষয়ক গভীর গবেষণাপূর্ণ যে সমস্ত উত্তমোত্তম প্রবন্ধ লিখিতেন, যাহার সুন্দর সুমার্জ্জিত ভাব ও ভাষা সাহিত্য জগতে অতুলনীয়, তাহাই পুস্তকাকারে সংগৃহীত হইয়াছে। স্বদেশভক্তি ও স্বদেশানুরাগ ইহার ছত্রে ছত্রে পরিস্ফুট রহিয়াছে। কিরূপে মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হয়, কিরূপে ধর্ম্মের সেবাদ্বারা শান্তিতে দেশোন্নতি করিতে হয়, তাহা এই পুস্তকে বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। মানব-গ্রন্থ, জাতীয় প্রকৃতি, নীতি-শিক্ষা, ধর্ম্মসাধনের প্রয়োজন, দুর্গোৎসব, রাম-লীলা, জীবের নিদ্রাভঙ্গ ইত্যাদি চারি শত পৃষ্ঠায় পূর্ণ প্রবন্ধমালা একবার পাঠ করিলেই উহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন। মূল্য ৸০ আনা, ডাকব্যয় /০ এক আনা।

☞ বক্তৃতা ও পুষ্পাঞ্জলি একত্রে লইলে ১৷৵০ মূল্যেই পাওয়া যায়। পুস্তক দুই খানি বিশুদ্ধ ভাব ও ভাষার আদর্শস্বরূপ, এবং ইণ্টার মিডিয়েট ও বি এ পরীক্ষার্থিগণের বাঙ্গালা ভাষায় দক্ষতা লাভের জন্য বিশেষ উপযোগী।

# ভক্তি ও ভক্ত।

( নূতন-পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে )।

পরিব্রাজক মহোদয়ের সেই সর্ব্বজন সমাদৃত ভক্তি ও ভক্তের পৃথক্ পরিচয় আর কি দিব! ভক্তি ও ভক্ত পাঠ করিতে করিতে পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হইয়া যায়। পরিব্রাজকের ভক্তিরসামৃত পাঠ করিলে কেহই প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। পরিব্রাজক মহোদয় প্রণীত এই ভক্তিগ্রন্থ খানি ধর্ম্ম-সাহিত্যের অমূল্যরত্ন। নারদ ও শাণ্ডিল্য ভক্তিসূত্রের এরূপ সুমধুর বিশদ ব্যাখ্যা বঙ্গভাষায় আর নাই। ভক্তচরিতগুলি পাঠকালে সত্য সত্যই মরুভূমি সদৃশ শুষ্কহৃদয়েও প্রেমের প্রবাহ বহিতে থাকে। এই সংস্করণে পরিব্রাজক মহোদয় লিখিত আরও একটী ভক্তচরিত এবং তাঁহার প্রণীত কলিকালের সার সম্বল "হরের্নামৈবকেবলম্" ভক্তি ও ভক্তের অঙ্গশোভা বৃদ্ধি করিয়াছে। অধিকন্তু গ্রন্থারম্ভে বিস্তৃত সূচী এবং সকলের সুখ-বোধার্থ ভক্তিসূত্র ও ভক্তচরিত মালার সরল ও সরস আভাস প্রদত্ত হইয়াছে; এবং তৎসহ পরিব্রাজক মহোদয়ের বিজ্ঞাপনী হইতে ভক্তির নিরুদ্দেশ ও পরিচয়ও উদ্ধৃত হইল। আশা করি এইবার পরিব্রাজক প্রণীত "ভক্তি ও ভক্ত" বঙ্গের গৃহে গৃহে শোভা পাইবে। বিষয় সমাবেশের অনেক বৃদ্ধি হইলেও মূল্য ॥৵০ আনা মাত্র নির্দ্ধারিত হইল। ভিপিঃ ডাকে ৵০ পড়িবে।

# পরিব্রাজকের সঙ্গীত।

( পঞ্চম সংস্করণ দ্বিগুণ আকারে পরিবর্দ্ধিত )

পরিব্রাজকের সঙ্গীতের কোন পরিচয় দিবার আর আবশ্যক নাই। পরিব্রাজক রচিত—'যমুনে এই কি তুমি সেই যমুনা প্রবাহিণী', 'হরিনামামৃতপান কর সবে ভাই', 'মন করিস্‌নে গণ্ড-গোল' 'বিরাজো মা হৃদ্‌-কমলাসনে' ইত্যাদি সঙ্গীত সকল এক্ষণে বঙ্গের নগরে নগরে ও গ্রামে গ্রামে গীত হইয়া থাকে। গ্রামোফোন যন্ত্রেও পরিব্রাজকের অনেকানেক সঙ্গীত উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু পরিব্রাজক মহোদয়ের রচিত সমস্ত সঙ্গীত এতদিন একত্র মুদ্রিত হয় নাই। এইবার আমরা তাঁহার রচিত আগমনী গান ও শেষ জীবনের সমস্ত সঙ্গীতগুলি সংগ্রহপূর্ব্বক প্রকাশ করিলাম। তিনি কিশোর বয়সে ভক্তিভাব ও বৈরাগ্যের আবেশে যে শত সঙ্গীত পূর্ণ সঙ্গীতমুঞ্জরী রচনা করিয়াছিলন, তাহাও এই সংস্করণে পরিব্রাজক-সঙ্গীতের পরিশিষ্ট রূপে মুদ্রিত হইয়াছে। পরিব্রাজকের সঙ্গীতগুলি তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনার ফল স্বরূপ। জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ ও ভক্তি সাধনার গভীর তত্ত্বসকল ইহাতে অতি সরলভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। সঙ্গীতগুলি পড়িলে বা শুনিলে ভক্তি ভাবে মন আপনি গলিয়া যায়। পরিব্রাজকের সঙ্গীতে সর্ব্ব সম্প্রদায়ের মতমতান্তরের সমন্বয় এবং জ্ঞান ও ভক্তির একত্র সমাবেশ থাকায় ইহা সাধক মণ্ডলীর অতি প্রীতিকর হইয়াছে। যাঁহারা সহজে সাধনমার্গের সার কথাগুলি জানিতে চাহেন,

তাঁহারা একবার পরিব্রাজকের সঙ্গীত পাঠ করুন। এবার সঙ্গীতের সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণের অধিক হইলেও মূল্য ।৵০ আনা মাত্রই নির্দ্ধারিত হইল। ভিঃ পিঃ ডাকে ৷৷০ আট আনা।

পঞ্চামৃত—পরিব্রাজক মহোদয়ের এই পুস্তকে উপাসনা সম্বন্ধীয় সমস্ত গভীর তত্ত্বই আলোচিত হইয়াছে। ইহা একবার পাঠ করিলে পঞ্চোপাসক সম্প্রদায়ের তাবদ্বিরোধ মিটিয়া যাইবে, শাক্ত বৈষ্ণবের বিদ্বেষ ভাব বিদুরিত হইবে। ইহাতে বলিদান, রাসলীলা ও পঞ্চমকারের শাস্ত্রীয় প্রকৃত তাৎপর্য্য অতি সুস্পষ্ট প্রতিপাদিত হইয়াছে। মূল্য ৵০ তিন আনা, ডাক ব্যয় ৴১০।

রামগীতা—পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামিকর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত রামগীতার এরূপ সুন্দর ও সুবিস্তৃত ব্যাখ্যা আর নাই। রামগীতা সংক্ষেপে বেদার্থের সার সংগ্রহ স্বরূপ। সহজে জ্ঞান ও ভক্তি তত্ত্ব বুঝিতে হইলে পরিব্রাজক ব্যাখ্যাত রামগীতা পাঠ করা একান্ত আবশ্যক। ৵০ তিন আনা ডাক ব্যয় ৴১০।

ষট্‌চক্র—আত্মবোধের জন্য ষট্‌চক্রের জ্ঞান থাকা বিশেষ প্রয়োজন। এই পুস্তকে পরিব্রাজক মহোদয় লিখিত ষট্‌চক্রের সুবিস্তৃত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাঠ করিলে সাধনসম্বন্ধীয় অনেক সন্দেহই দূর হইয়া যাইবে, এবং সকলেই ষট্‌চক্রের সাধনতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবেন। মূল্য ৷৷০ আট আনা মাত্র।

☞ পরিব্রাজকের গীতার গ্রাহকগণ পঞ্চামৃত ও রামগীতা একত্রে ।০ আনায়, এবং ষট্‌চক্র খানি ।০ আনা পাইবেন।

**প্রবোধকৌমুদী**—সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়া সাধনমার্গে প্রবেশপূর্ব্বক পরিব্রাজক মহোদয় সর্ব্বপ্রথমে এই পুস্তক খানিই প্রণয়ন করেন। ইহার পত্রে পত্রে জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তিভাব শোভা পাইতেছে। একবার পাঠ করিলেই যৌবনের মোহ বিদূরিত হইয়া যায়। মূল্য ৵০ আনা।

**নীতিরত্নমালা**—স্বধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় শিক্ষাপ্রদ অতি উপাদেয় পুস্তক। স্কুল ও কলেজের ছাত্রগণের চরিত্রগঠন জন্যই পরিব্রাজক মহোদয় এই পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। বঙ্গের সর্ব্বত্র তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সুনীতি-সঞ্চারিণী সভার শুভ ফল এক্ষণে কাহারও অবিদিত নাই। ইহাতে তাঁহার প্রদত্ত বালক ও যুবকগণের উপযোগী নীতি ও ধর্ম্মবিষয়ক সার উপদেশ সকল সংগৃহীত হইয়াছে। বয়োজ্যেষ্ঠগণও এই পুস্তকপাঠে বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিবেন। পুস্তকের প্রতি পংক্তিতে ভারতীয় ধর্ম্মভাব বিকাশ পাইতেছে। আশা করি এই গদ্যপদ্যময় নীতিরত্নমালা প্রত্যেক আর্য্যসন্তানের হৃদয়ে শোভা পাইবে। মূল্য ৵০ আনা।

**শ্রীকৃষ্ণরত্নাবলী**—সুবিস্তৃত বাঙ্গালা ব্যাখ্যাসহ পরিব্রাজক মহোদয় কর্ত্তৃক হিন্দী ভাষায় (বাঙ্গালা অক্ষরে) রচিত কবিতামালা। জ্ঞান ও ভক্তিসম্বন্ধীয় অত্যুচ্চ ভাবসমূহ ও যোগের গূঢ় রহস্য সুললিত ছন্দে ও মনোহর ভাষায় সুশোভিত। মহাত্মা কবীর, তুলসীদাস আদি হিন্দী কবিগুরুগণের উপদেশের ন্যায় ইহা সজ্জন মাত্রেরই কণ্ঠে কণ্ঠে শোভা পাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। মূল্য ৵০ দুই আনা।

যোগ ও যোগী—পরিব্রাজক প্রণীত এই পুস্তকখানি যোগশিক্ষার সোপান স্বরূপ। ইহা প্রথমে পাঠ করিলে যোগ শাস্ত্রীয় গ্রন্থালোচনায় বিশেষ সহায়তা হইবে। ইহাতে সংক্ষেপে অথচ সরল ভাবে যোগ সাধন প্রণালী ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পরিব্রাজক মহোদয় ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"যাহাতে সাধকগণ মায়াতে না ভুলিয়া কায়াতে আকৃষ্ট হয়েন, ছায়াতে তাহারই আভাস দেওয়া হইল।" মূল্য ৵০ দুই আনা।

শ্রীশ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র—পরিব্রাজক মহোদয় প্রণীত নিজ জন্ম-ভূমির দেবলীলা বিষয়ক অপূর্ব্ব ইতিহাস। পড়িতে পড়িতে ভক্তিভাবে হৃদয় বিগলিত হইবে, প্রেমাশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। ইহার কিয়দংশ মাত্র ভক্তি ও ভক্তের পরিশিষ্টে উদ্ধৃত হইয়াছে। মূল্য ডাক ব্যয় সহ ⁄১০ মাত্র।

☞ পরিব্রাজক মহোদয় কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত ও প্রণীত নিম্নলিখিত চারিখানি পুস্তক একত্রে দুই আনায় পাওয়া যায়। (ডাঃ মাশুল লাগিবে না।) (১) মণিরত্নমালা—সংস্কৃত মূল বিশদ বাঙ্গলা ব্যাখ্যা; (২) শ্রাদ্ধতত্ত্ব—বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও শাস্ত্রীয় প্রমাণসহ শ্রাদ্ধের আবশ্যকতা প্রতিপাদন; (৩) বিজ্ঞাপনী—বিজ্ঞাপনের ভাষায় জ্ঞান ও ভক্তিতত্ত্বের গূঢ় উপদেশ; (৪) আগমনী—পরিব্রাজক রচিত সমস্ত আগমনী সঙ্গীত একত্র মুদ্রিত।

স্তবমালা—নানা শাস্ত্র হইতে সিদ্ধ সাধকগণ কৃত অত্যুত্তম স্তোত্র কবচ প্রভৃতি সংগৃহীত হইয়াছে। সকল দেব দেবীর

স্তবই এই পুস্তকে পাইবেন। ২০০ পৃষ্টায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

বিশ্বনাথ-আরতি ও অন্নপূর্ণা স্তুতি—মূল্য ৴১০। স্তব-মালা লইলে এইখানি উপহার স্বরূপ পাইবেন।

মার্কণ্ডেয় চণ্ডী—নিত্য পাঠের জন্য বড় বড় বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রিত, কাপড়ে বাঁধা—মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

পকেট গীতা—নিত্য পাঠের জন্য গীতামাহাত্ম্য সহিত মূল গীতা বড় অক্ষরে মুদ্রিত—মূল্য ৵০ আনা।

---

# বিচার প্রকাশ।

এই পুস্তকে শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীর গুরুদেব সিদ্ধ পরমহংস বাবা দয়ালদাসজীর জীবনী ও উপদেশবাণী সংগৃহীত হইয়াছে। বঙ্গের সুসন্তান শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা মহাশয় স্বামী দয়ালদাসজীকে দর্শন করিয়া সঞ্জীবনী সংবাদপত্রে ও স্ব-প্রণীত "কুম্ভমেলা" নামক পুস্তকে তাঁহার সম্বন্ধে যে সমস্ত বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তত্তাবৎ সমস্তই এই পুস্তকে উদ্ধৃত হইয়াছে, ইহা পাঠে আদর্শ সাধু-জীবন ও বেদান্ত শাস্ত্রীয় সার মর্ম্ম এবং সন্ন্যাস ও সাধন বিষয়ক সমস্ত কথাই জানিতে পারিবেন। একেবারে বিবিধ দার্শনিক মীমাংসা, গীতার সূত্র-স্বরূপ দ্বিতীয়ধ্যায়ের গূঢ়ার্থ, এবং মুক্তি লাভের উপায় ও অনুষ্ঠান অতি পরিস্ফুটভাবে বিবৃত হইয়াছে। সাধুসন্ন্যাসিগণের মধ্যে

নিত্যব্যবহৃত বেদান্ত-শাস্ত্রীয় সরল সিদ্ধান্তপূর্ণ এরূপ পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় এই প্রথম প্রকাশিত হইল। সাধুমুখ-নিঃসৃত এই জীবন্ত উপদেশবাণী পাঠ করিলে প্রকৃতই সাধুসঙ্গের ফললাভ হইবে। ২০০ শত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, মূল্য ॥০ মাত্র, ভিঃ পিঃ ডাকে ॥৶০ পড়িবে। হিতবাদী—"আমরা শ্রীমৎ দয়ালদাসস্বামী মহোদয়কে গুরুবৎ পূজা করিতাম। এ পুস্তক জিজ্ঞাসু মাত্রেরই পাঠ্য হওয়া উচিৎ।" "যাঁহারা নব্য বেদান্তের মত জানিতে চাহেন, তাঁহারা এই গ্রন্থ পড়িয়া উপকৃত হইবেন"—প্রবাসী। "আমরা আশা করি, বিবিধ তত্ত্বজ্ঞানময় ধর্ম্মোপদেশপূর্ণ এই পুস্তকখানি বঙ্গ-সাহিত্যানুরাগী ধর্ম্ম-তত্ত্বসেবী হিন্দু পাঠকগণের সুখপাঠ্য ও শিক্ষাপ্রদ হইবে।" ( হিন্দু পত্রিকা। )

জ্ঞানদীপিকা—এই বৃহৎ গ্রন্থখানি জ্ঞান ও ভক্তিসাধনানুকুল প্রবন্ধাবলিতে পূর্ণ। পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীজী লিখিয়াছেন—"প্রবন্ধগুলিতে সাধনলব্ধ স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানবিকাশের নির্ম্মল জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ লহরীমালা ক্রীড়া করিতেছে।" ডিমাই ৮ পেজী ৩৫০ পৃষ্ঠায় পূর্ণ এই সুবৃহৎ গ্রন্থ এক্ষণে কিছু দিনের জন্য ।৶০ছয় আনা মূল্যে বিক্রীত হইতেছে। কেবল ডাকব্যয়ই ৶০ দুই আনা পড়িবে। ডাকব্যয় সহ মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।

গৌড়পাদীয় আগম —শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের পরম গুরু ও শুকদেবশিষ্য শ্রীশ্রীগৌড়পাদাচার্য্য কৃত। ইহাই অদ্বৈতমতের মূল

গ্রন্থ। ইহাকেই আদর্শ করিয়া শঙ্করাচার্য্য শারীরক-ভাষ্য রচনা-পূর্ব্বক জগতে বিখ্যাত হইয়াছেন। বেদান্ত শাস্ত্রের সম্যক্ জ্ঞান জন্য এতৎ গ্রন্থরত্নের আলোচনা একান্ত আবশ্যক। ইহা ভক্ত ও জ্ঞানী উভয়েরই সমান আদরের সামগ্রী। সংস্কৃত মূল ও বিস্তৃত বাঙ্গালা ব্যাখ্যা সহ।০ চারি আনা মাত্র।

**দিনচর্য্যা**—হিন্দুর আচার, ব্যবহার, আহার, বিহার, ব্যায়াম, ব্রহ্মচর্য্য, ভক্তি ও যোগ সাধন, সঙ্গীত ও স্তোত্র আদি লইয়া শতাধিক পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ছাত্রগণের চরিত্র গঠনে পুস্তকখানি বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় লিখিয়াছেন—"দিনচর্য্যা আদ্যোপান্ত পড়িয়া অনেক জ্ঞানলাভ করিলাম। লেখা সরল, গুরুতর গুহ্য বিষয়সকল সরলভাবে বিবৃত; এরূপ গ্রন্থ সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী প্রত্যেকেরই পুস্তকগারে থাকা উচিত। মূল্য।০ চারি আনা।

**আশ্রম চতুষ্টয়**—দিনচর্য্যা প্রণেতা ও স্বনামখ্যাত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের বোলপুর ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ সান্ন্যাল কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। ইহাতে ব্রহ্মচর্য্য ও গার্হস্থ্যাদি আশ্রমের উদ্দেশ্য ও আবশ্যতা অতি সুন্দর-ভাবে বিবৃত হইয়াছে। মহর্ষি মনুপ্রমুখ মহাপুরুষগণের আদেশ-সকল বর্ত্তমান কালে কিরূপে প্রতিপালিত হইতে পারে, তাহারও যথেষ্ট ইঙ্গিত ইহাতে আছে। পুস্তকখানি বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ সকলেরই সুখপাঠ্য, এবং সময়োপযোগী হইয়াছে। মূল্য ॥০ আনা ভিঃ পিঃ ডাকে ॥৶০।

সে সর্ব্বজন প্রশংসিত সুরচিত ও সুললিত

# শান্তি-পথ

ও

# ধ্যান যোগ।

( পরিবর্দ্ধিতাকারে পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে )

দুর্লভ মনুষ্যজন্ম পাইয়া ভগবদ্ভক্তি লাভের জন্য কিরূপে কর্ত্তব্য-নিষ্ঠ হইতে হয়, আত্মবিশুদ্ধি লাভ করিতে হইলে শোক মোহের সীমা অতিক্রম করিয়া শাশ্বতী শান্তি পাইবার জন্য কিরূপ পুরুষার্থের প্রয়োজন, শ্রদ্ধাবীর্য্য সহকারে সংসারের আবিল স্রোতের মধ্য দিয়াও শুদ্ধসত্ত্বময় পথে চলিবার উপায় কি, তদ্বিষয়ক উপদেশ সমূহ অতি সরল ও মনোহর ভাষায় "শান্তিপথের" পত্রে পত্রে শোভা পাইতেছে। জীবনের কর্ত্তব্য নির্ণয় পূর্ব্বক নিষ্কাম কর্ম্মের সাধনায় যাঁহার অনুরাগ, সুখ দুঃখের অধিকার হইতে—জন্ম মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণের নিমিত্ত যিনি ব্যাকুল হৃদয়, তিনি শান্তি-পথে জীবন-যাত্রার সকল সমাচারই পাইবেন। বিশেষতঃ শান্তি-পথে বিচরণ কালে সুখপূর্ব্বক বিশ্রাম জন্য এই সংস্করণে "ধ্যানযোগ"ও বিশদ ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। উপনিষৎ ও যোগদর্শনাদিতে ধ্যান, ধারণা, সমাধি ও তদনুকূল সাধনাঙ্গ সমূহের যে সমস্ত সুগভীর উপদেশরাশি নিহিত আছে, তাহাই অতি সরলভাবে সকলের অনুষ্ঠানের অনুকূল করিয়া লিখিত ও ধ্যান-যোগ নামে অভিহিত হইল। সংসারের ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়াও কিরূপে নিজ

অবস্থানুসারে ধর্ম্মসাধন করিতে পারা যায়, শান্তি-পথের পাঠকগণ তাহা পুস্তকখানি একবার পাঠ করিলেই সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারিবেন, এবং ধ্যান-যোগাধ্যায় তাঁহাদিগকে নিশ্চয়ই শান্তি-পথে অগ্রসর হইতে উৎসাহিত করিবে, ইহাও সাহস করিয়া বলিতে পারা যায়। ভক্তি, কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ সাধন তত্ত্বের একত্র সমাবেশ দেখিয়া সকলেই সুখী হইবেন ইহা আশা করি। ইহাতে আর্যধর্ম্মের-সনাতন হিন্দুধর্ম্মের লক্ষ্য ও সাধনা সরল ভাবে বিবৃত হইয়াছে।

হিতবাদী বলেন—"শান্তি-পথের লেখা সুন্দর, ভাবাভিব্যঞ্জনার পারিপাট্য আছে, বিষয় নির্ব্বাচন ও সুন্দর হইয়াছে।"

**'MODERN REVIEW** ও প্রবাসী বলেন :—It is worth reading," "ইহা পাঠের উপযোগী।

**INDIAN EMPIRE** লিখিয়াছেন :—"The book very ably deals with some of the high Hindu tenets which should be read with interest and profit by every one."

**LEADER** (Allahabad) এই পুস্তক সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :— It deals with intricate questions of Hindu philosophy, its aim and final goal. The fundamentals of the difficult subject of Hindu philosophy can be easily grasped from this book, which we recommend to all interested in it."

**INDU (Bombay)** :—"Can be read with writes profit."

পুস্তকের আকার পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিত হওয়ায় ও উত্তম কাগজে মুদ্রণ জন্য মূল্য ৷৹ আনা মাত্র নির্দ্ধারিত হইল।